রেজিষ্টার নং৭৭ Rigistered No 77. রেজিষ্টার ৲ ৭৭

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৮৷, ডাক মাশুল ১৷০, ষাণ্মাসিক ৪৻, ডাকমাশুল ৻০, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ৷৶০ আনা৷। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷০, ডাক মাশুল ১৷০টাকা প্রতি খণ্ড ৷৶ বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৶০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০আনা। ইংরেজী প্রতি পংক্তি ৷০আনা।

৯ম ভাগ { কলিকাতাঃ—২০এ শ্রাবণ, —বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৩ সাল ইং ৩রা আগষ্ট ১৮৭৬ সাল } ২৫ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

—ঃ০।০ঃ—

মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাতের চিকিৎসা।

মুল্য ৷৴০ আনা। ডাকমাসুল/০ আনা।

কলিকাতা অমৃত বাজার পত্রিকা আফিস ও কলেজ ষ্ট্রীটস্থিত ক্যানিং লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

নিম্ন লিখিত পরীক্ষিত ঔষধ কলিকাতা ২৮ নং ঝামাপুকুর শ্রীযুক্ত বাবু শশী ভুষণ দের বাটিতে ও ভদ্রেশ্বরে উক্ত বাবুর ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্তব্য।

১। বৃহৎ হিম সাগর তৈল। এই উৎকৃষ্ট তৈল গাত্রে ব্যবহারে বায়ু পিত্ত রোগ সকল বিশেষ উপকার লাভ করিবে। যথাঃ—মাথা ঘোরা, বেদনা শিরঃপীড়া, গাত্র জ্বালা, শরীর অবসন্নতা, হৃদকম্প, চক্ষু ঘোর দর্শ, মস্তিষ্কের ক্ষীণতা উদারাধ্যান, বায় উদ্গার ইত্যাদি মুল্য ১ প্যাকিং ৶

২। বাতরাজ তৈল ইহাতে বিবিধ বাত যথা কমিড়ালে, বিদুনে, কণকণে, হাত পা অবশ, বা টেনে ধরা যত দিনের হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে মূল্য ৻০ প্যাকিং ৶

৩। চর্ম্ম রোগাদি তৈল। গরল, দাদ চুলকণি, রক্ত কুষ্ঠ, পাঁছড়া, টাক, পারা দ্বারা বা শোণিত বিকৃত হইয়া ত্বকের উপর চক্রাকার মূল্য ৻০ প্যাকিং৶

৪। কর্ণ পীড়া তৈল। ইহাতে কর্ণের বিবিধ পীড়া, কাণের ভিতর ঘা, ও রস বা পুঁজ পড়ন, বা বধিরতা দোষ আরোগ্য হইবে মূল্য ৷৷০ প্যাকিং /১০

৫। শরীর শাধক বটিকা। মেহ ধাতুস্থ পীড়া, বহুমূত্র, শ্বেত প্রদর, স্ত্রী লোকের বাধক.পুরাতন কাশী অম্ল পিত্ত, গুল্ম, অর্শ, দুর্ব্বলতা ও পুরুত্ব হানি এক একটি রোগের ভিন্ন ২ অনুপান দিয়া সেবন করিলে ত্বরায় আরোগ্য হইবে মূল্য ১৶ প্যাকিং ৵০

৬। গৃহিণী ও রক্ত আমাশয়ের বটিকা। ইহাতে নুতন বা পুরাতন আমাশয়, পেটের বেদনা, কামড়ালি, ও গৃহিণী পীড়ার উপশম হইবে। মূল্য ৻ ঐ

৭। উপদংশ রোগ ও ঘার অতি উত্তম মলম॥ পারাসংশ্লিষ্ট রহিত) নানা বিধ গরমির অন্যান্য ঘা। যথা নূতন, পুরাতন ঘা, নালী ঘা অর্শ পীড়ার যে ঘা বলি থাকে, পারার ঘা, বিশেষতঃ নূতন ঘা এক সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য হইবে। মূল্য ৷৷০ ঐ /১০

কেশকন্দর্প তৈল।

৮। ইহা মস্তকে ব্যবহার করিলে কেশ মূল বলিষ্ট হইয়া কেশের স্থূলতা, কেশ বৃদ্ধি কারিতা, ও কেশের সুচিক্কণতা গুন দর্শিবে। এমন কি, অকালে যে কেশ শুভ্র হয়, তাহা এই তৈল দ্বারা স্বাভাবিক কৃষ্ণ বর্ণ প্রাপ্ত হইবেক। বিশষতঃ, ইহা দ্বারা মস্তিষ্কের হীনতা দূরীকৃত হইয়া মস্তিষ্ক সুশীতল হইবেক। মূল্য ৻০, প্যাকিং ৴০

প্রমোদী।

যাহারা মৃগয়া পক্ষী ও মৎস্য শীকার ব্যায়াম বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র চালনা, পালিত পশু পক্ষীদিগের চিকিৎসা এবং তাহাদিগের সম্বন্ধে অন্যান্য যে যে বিষয় জ্ঞাতব্য, উদ্যান রচনা কৌতুকাবহ কাহিনী, এবং এক প্রকার চিত্ত রঞ্জন বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে উল্লিখিত মাসিক পত্র খানার গ্রাহক হইতে অনুরোধ করি।

এই পত্রিকা খানীর উপকারিতা এবং উৎকর্ষতা সম্বন্ধে অনেক সম্মানিত বঙ্গীয় সম্পাদক এবং ইংরাজ সম্পাদক মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহার বাৎসরিক মূল্য ২ দুই টাকা, ডাক মাসুল দুই আনা। মক্তাগাছা আনন্দ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

কাণঘাট
২৩ শে আষাঢ়। ১২৮৩। } প্রমোদী সম্পাদক।

নড়াল হাটবাড়িয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের ষ্টেটের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য জনেক হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী উপযুক্ত ম্যানেজার আবশ্যক। ১৫০০০ টাকা পরিমাণে জামিন দিতে হইবেক। বয়ক্রম ৪০এর নূ ন না হয়, বেতন উপযুক্ততা অনুসারে ১০০ হইতে ২০০ পর্য্যন্ত, প্রশংসা পত্রের নকলসহ আগামী ৩১শে জুলাই মধ্যে জমিদার মহাশয়ের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

নড়াল।
৮।৭।৭৬। } শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ।

রোগ বিশেষে ব্যবস্থা।

মুল্য ১৷০

উজীর পুত্র চতুর্থ পর্ব্ব।

প্রতি আট পেজি ফরমার মুল্য

শ্রীফকির চাঁদ বসু দেব
৫৪ নং হাটখোলা
৫ নং শোভাবাজার রাজবাটী।

বঙ্গবিজেতা—ঐতিহাসিক উপন্যাস।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। কলিকাতা ২৪৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট ষ্টানহোপ যন্ত্রে, ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। মূল্য ১৷০ ডাক মাশুল ৶০ অনা।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

আয়ুর্বেবদোক্ত ঔষধলয়

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মুল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয় ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কোষবৃদ্ধি (একশীরা) পীড়ার মহৌষধ।

এই কষ্টকর পীড়া যদি এক বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে সমুদ্ভুত হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই মহৌষধ এক কৌটা মাত্র সেবন করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এই পীড়া এক বৎসরের অধিক কালের হইলে ইহা কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল সেবনেই নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ কয়েক দিবস সেবনেই জ্বর, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপদ্রব সকল দূরীকৃত হয়। এই ব্যাধি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা যে পুরুষত্বের হানি হইয়া থাকে তাহাও ইহা সেবনে বিশিষ্ট রূপ আরোগ্য হয়।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ৷০

সুরসুন্দরীবটিকা।

(সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।)

ইহা সেবন করিলে রক্ত ও শ্বেত প্রদর, কষ্টরজ বাধক, রোগ বন্ধ্যা এবং অকাল প্রসব অর্থাৎ গর্ভ স্রাব ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। এই কল্যাণকর সিদ্ধ বটিকা সর্ব্ব শরীরের রক্ত পরিস্কার করিয়া জরায়ুর সমস্ত পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য করে।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা। ডাক মাশুল ৷০

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাগ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ্য ঔষধপ্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত আর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানাপ্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মুল ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া ২ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে ; প্রতিখণ্ডের মুল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ৷০ আনা। আবশ্যক হইলে আমার নিকট মুল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ ; কর্ম্মাধ্যক্ষ।

আমরা সুলভ মুল্যে বিক্রয়ার্থ বিলাত হইতে অতি আশ্চর্য্য ম্যাজিক অর্থাৎ ছায়া বাজী আনায়ন করিয়াছি। ইহার প্রত্যেক সেটের মুল্য ৩৲ টাকা হইতে ৬৲, ২৫ ১২০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

ডি, এন, বিশ্বাস এবং কোঃ
৩২ নং লাল দিঘীর দক্ষিণ
বন্দ

বিজ্ঞাপন।

আমি ইংলণ্ড হইতে সমস্ত হোমিওপ্যাথি ঔষধ আনাইয়াছি। ডাইলিউসন ইত্যাদি আমার স্বহস্তে প্রস্তুত হইবে। নিম্ন লিখিত পুস্তক ও ঔষধ এখানে পাওয়া যায়।

আমার প্রণীত

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান		মায় ডাকমাশুল
	১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা	১।৵০
	ঐ ২য় সংখ্যা	১।৵
হোমিওপ্যাথি ভৈষজ্যতত্ত্ব	১ম সংখ্যা	১৵০
অর্শরোগের মহৌষধ		১।।০

অর্শ রোগীরা আপন আপন লক্ষণ পাঠাইবেন

টাক রোগের মহৌষধ		১।।০
হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন চেষ্ট		২৫
ঐ	ওলাউঠার ২০ শিশি বাক্স	১০
ঐ	১০ শিশি বাক্স	৫

এই২ বাক্সে এক২ খানি পুস্তক থাকিবে যাহা দ্বারা এই কঠিন ব্যাধি ও ইহার নানা প্রকার পরিবর্ত্তিত পীড়ার চিকিৎসা অতি সহজে করা যাইবে। ইহা নিতান্ত সরল ভাষায় লিখিত।

শ্রীবিহারিলাল ভাদুড়ী

কলিকাতা ৩৪ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট।

নিম্নলিখিত রোগের অবধৌত মতের ঔষধ আমার নিকট পাওয়া যায়।

মূল্য ৪ মোড়া টাকায়।

১ মলবদ্ধ। ২ হাওয়াল দেল্। ৩ বমন। ৪ উদরী। ৫ পুরুষত্বহানি। ৬ অগ্নি মান্দ্য। ৭ প্রস্রাব জ্বালা। ৮ ধাতুক্ষরা। ৯ বহুমূত্র। ১০ সিত্র বা ধবল। ১১ হাপানি কাশী। ১২ আমাশয়। ১৩ এক কপালে মাথা ব্যথা। ১৪ পেটের দুর্গন্ধ। ১৫ ন্যাবা। ১৬ প্রমেহ। ১৭ বায়ুগোলা। ১৮ মুখের দুর্গন্ধ। ১৯ রক্ত পিত্ত।

শ্রীফকির চাঁদ বসু দেব।

৫৪নং হাট খোলা।

৫ নং সভাবাজার রাজবাটি

কলিকাতা।

জয় পাল।

ইতিহাস মূলক নাটক।

কলিকাতা, কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রারি, বিশ্বাস এণ্ড কোং; বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রিট, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে; ঠনঠনিয়া, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, নং ৩৭, আলবার্ট প্রেস; চিনাবাজার, পদ্ম চন্দ্র নাথের দোকানে ও অপরাপর স্থানে এবং গড় পার ডে নং ৪৯ গড় পার বান্ধব, পাঠ পুস্তকালয় অথবা আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মুল্য ১ এক টাকা; ডাক মাশুল ৵০ দুই আনা মাত্র।

শ্রীপ্রথম নাথ মিত্র।

নং ৫৯, গড় পার রোড, কলিকাতা।

নগ-নলিনী নাটক। মূল্য ১ এক টাকা, ডাক মাশুল /০ এক আনা উক্ত২ স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

ডাক্তার ফকির চাঁদ বসুর কৃত অব্যর্থ ঔষধ সকল।

১। যকৃত বৃদ্ধি ও জ্বর। ১৪ দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ হয়। ২। শুষ্ক যকৃত বৃদ্ধি ৭দিনে আরোগ্য লাভ [illegible] ৩। উলাউঠা ভেদ বমি তৎক্ষণাৎ রহিত হয়। [illegible] ৪। দন্তশূল। দিবা মাত্র আরোগ্য [illegible] ২ দিনে আরাম হয়।

৬। ঠুন্‌কো। একে দিনেই ঐ

৭। পিলে জ্বর সাত দিনে ঐ

৮। সুদ্ধ পিলে। দশ দিনে ঐ

৯। সুখো মলম। পচা ঘা পাঁচ ছয় দিনে শুকিয়ে যায়। ১০। অম্ল শূল দুই পানেই তৎক্ষণাৎ আরাম হয়। ১১। পুরাতন ও মালেরিয়া জ্বর। সাত দিনে আরাম হয়। ১২। রক্ত পিত্ত। দুই পানে রক্ত উঠা রহিত হয়। ১৩। অগ্নি মান্দ্য বা অক্ষুধা তিন দিনে ভাল হয়। ১৪। গ্রহিণী। সাত দিনে ভাল হয়। ১৫। বমন। তৎক্ষণাৎ ভাল হয়। ১৬। দাদ। তিন দিনে ভাল হয়। ১৭। আম বাত। এক দিনেই ভাল হয়। ১৮। পুরাতন ধাতু চালা। সাত দিনে ভাল হয়। হাটখোলার ৫৪নং ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক রোগের অব্যর্থ ঔষধ প্রস্তুত আছে মূল্য বোতল শিশির গায় লেখা আছে।

ডাক্তার শ্রীফকির চাঁদ বসু দেব।

৫নং সভাবাজার রাজ বাটী।

কলিকাতা।

পুরাতন জ্বর, পালা জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর, ইত্যাদি জ্বরের বিশেষ শান্তিকারক ঔষধ, কলিকাতায় ২৮৫নং বহুবাজার ষ্ট্রিটে পাল এণ্ড কোম্পানির ঔষধালয়ে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, মূল্য ১্ টাকা মাত্র॥

উদাসীন প্রাপ্ত অব্যর্থ ঔষধ।

অম্ল পিত্ত রোগের মহৌষধ।

অম্ল পিত্তারী চুর্ণ।

ইহা দ্বারা সর্ব্ব প্রকার অজীর্ণ অম্লপিত্ত, অম্ল শূল, গুল্ম, উদরী, গৃহিণী নানা প্রকার উদরাময় আরোগ্য হয়, সপ্তাহ সেবনে হৃদ ফাঠাদি যাতনার লাঘব হয়। প্রায় ৫।৬ শত লোক আরোগ্য হইয়াছে মূল্য এক সপ্তা এক টাকা।

পাচক জল।

ইহাও সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ রোগের মহৌষধ। বিশেষতঃ অসহ্য পীড়াদায়ক শূল রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। মূল্য এক সপ্তার ব্যবহার্য্য এক বোতল ৷০ আট আনা

অজীর্ণ কুল কণ্টক॥

এই ঔষধ সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ রোগ নষ্ট করে বিশেষতঃ শূল, আম শূল, গুল্ম, উদরী এবং কোষ্টাশ্রিত বায়ু রোগ নিশ্চয় আরোগ্য করে। সহজ শরীরে সেবন করিলে কোষ্ট পরিষ্কার হয় এবং ক্ষুধার বৃদ্ধি রাখে। মুল্য এক সপ্তা টাকা

বাত সংহারক তৈল।

এই তৈল নিয়মিত মর্দ্দনে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার বাত রোগ আরোগ্য হয়। ইহা দ্বারা খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, পক্ষাঘাত গ্রস্ত রোগী পর্য্যন্ত আরোগ্য হইয়াছে। মুল্য অর্দ্ধপোয়া এক শিশি ১ টাকা।

কুষ্ঠাদি তৈল।

এই তৈল দ্বারা কুষ্ঠ, ধবল, দূষিত নালি ঘা পাঁচড়া আরোগ্য হয়। মূল্য এক ছটাক ১ টাকা।

পুষ্টি বর্দ্ধক মোদক।

ইহা নিয়মিত সেবন করিলে ধাতু দৌর্ব্বল্য, পুরুষত্ব হানি মস্তিষ্কের হীন বলতা নষ্ট হয়। মুল্য এক সপ্তা ১৷০ টাকা।

এই সমস্ত ঔষধ যাহার প্রয়োজন হইবে তিনি ভবানীপুর, চড়কডাঙ্গা শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে পাইবেন। নিয়মিত ঔষধ সেবনে রোগ আরোগ্য না হইলে মুল্য ফেরৎ দেওয়া যাইবে

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভবানীপুর।

VEDARTHAYATNA.

The *Vedarthayatna* is a monthly publication of 64 pages containg the text tn *Sanhita* and *Pada Pathas* of the Rigveda, with a short paraphrase in modern Sanskrit, and translations in the Marath[illegible] English languages in juxta-posion with each verse of the original, and copious notes grammatical, critical explanatory and historical. It is published at the "Indu-Prakash" Press Bombay. Its annual subscription is Rs. six in advance exclusive of postage (six Annas.)

পাইকপাড়া নারসরি।

এই স্থানে আমেরিকা হইতে ইষ্টিমার যোগে নানা প্রকারের সবজির, ফুলের, লম্বা ঘাসের, তুলার ও তামাকের বীচ পোঁছিয়াছে এবং নিম্ন লিখিত সুলভ দরে ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় হইতেছে। এরূপ সুলভ দরে আর কোথাও পাওয়া যায় না।

৩০ রকমের সবজি যাহাতে ৬। ৭ রকমের কপির বীজ আছে। সর্ব্ব রকম গত বার অপেক্ষা বেশী পরিমাণ। মূল্য ৫ টাকা।

২৫ রকমের অতি উৎকৃষ্ট এবং বাছা ২ গত বার অপেক্ষা বেশী পরিমাণে ফুলের বীজ মূল্য ৩ টাকা।

সিখাইলেণ্ড অর্থাৎ লম্বা আঁসের তুলা বীজ ফি সের ১॥ টাকা।

অপলেণ্ড জরজিয়া তুলার বীজ ফি সের ।৷০ আনা।

যাঁহাদের এই সকল বীজের আবশ্যক হইবে আমার নিকট মূল্য পাঠাইলে উত্তম রূপ প্যাক করিয়া ডাক যোগে পত্রপাঠ রওনা করিব। এই সকল বিচের জন্য প্যাকিং খরচা লাগিবেনা

যাহারা এই নর্শরির গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া এ নাগাইত এই চাঁদার টাকা পাঠান নাই অনুগ্রহ করিয়া তাহাসত্বর পাঠাইবেন।

৮ই জুন। } শ্রীনৃত্য গোপাল চট্টোপাধ্যায় পাইকপাড়া নারসরি কলিকাতা

NOTICE

Is hereby given to all concerned that the authority given by Rani Hara Sundari Devi of Searsole to—

1. Atulbihari Mukapadhaya of Jamsol in Burdwan,
2. Harish Chandra Sarkar of Kumardanga in Bakunda,
3. Indra Narayan Chattapadhaya of Mastaya in Bakuda,
4. Ram Narayan Chakravati of Fulluipur, in Birbhum,
5. Bhagavan Chundra Chattapadhaya of Ranipathar, in Birbhum,
6. Kailash Chundra Mukhapadhaya of Burdwan, by General Powers of Attorney—dated 27th Falgun 1279 B. S—has been unconditionally revoked by her, and that therefore they shall have no authority either expressed or implied to act on her behalf.

BHUBUN MOHUN SEN
Agent of Rani
Hara Sundari Devi.

মফঃস্বলের মূল্যপ্রাপ্তি।

রাজা সাহেব ছত্রসিং মুর্শিদাবাদ	১০
শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ দাস, গৌরনদী বরিশাল	৫
" " রামসুন্দর ঘোষ রায় বাহাদুর, রাজিবপুর	৮
মুন্সী রহিম বক্স, জলপাইগুড়ি	১০
শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ নেউগী, এলাহাবাদ	৩।[illegible]
" " কৃষ্ণনাথ চক্রবর্ত্তী, পটুয়াখালি বাখরগঞ্জ	২
মুন্সী রহমন, বালেশ্বর	৩।৵০
শ্রীযুক্ত বাবু হারাধন চট্টোপাধ্যায়, মস্তাবাপুর	১০
" " রায় দিননাথ মুখোপাধ্যায়, খুলনিয়া	১০
" " প্রসন্নকুমার সান্যাল, ময়মানসিং	১[illegible]
" " উমেশনারায়ণ চৌধুরী, ভাবাঙ্গা পাবনা	[illegible]
" " মতিলাল মিত্র শ্রীরাকপুর	১০
" " হরনাথ ঘোষ, লক্ষ্মীমপুর, আ[illegible]	১০

অমৃতবাজার পত্রিকা

সন ১২৮৩ সাল ২০এ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার।

ভারতবর্ষীয় ইংরাজ।

ইংরাজেরা ভারি বিপদে পড়িয়াছেন। তাঁহারা জানেন যে তাঁহারা শুদ্ধ সাঙ্গিয়ানের বলে এ রাজ্য অধিকার করেন নাই, অথবা বাহুবল প্রদর্শন দ্বারা এখন কোটি কোটি লোক শাসনাধীনে রাখেন নাই। ইংরাজেরা এদেশ অধিকার করা অবধি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা ধনী, তাঁহারা নীচ কর্ম্মে প্রাণান্তে প্রবৃত্ত হন না। তাঁহাদের অসীম সাহস, এবং তাঁহারা এমন কার্য্য করেন না যাহাতে তাহারা জন সমাজে পদচ্যুত হন। তাঁহারা এখানে আসিয়া বিদ্যা, জ্ঞান, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়ে শিক্ষা দিয়া গুরুর পদে আরোহণ করেন। আমাদের তাহাদের উপর প্রভু ভক্তির উদয় হয়। আমাদের বিশ্বাস জন্মে তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা রণক্ষেত্রে শিক্ষকের আসন গ্রহণ করিয়া, ধনোপার্জ্জন করিয়া, বাণিজ্য ব্যবসায় সমুদয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করেন। এই নিমিত্ত তাঁহাদের রাজ্য এদেশে অটল রহিয়াছে, এই নিমিত্ত তাঁহারা অনায়াসে শিপাহী যুদ্ধে জয়ী হন এবং এই নিমিত্ত কোটি কোটি ভারতবর্ষবাসী তাঁহাদের নাম স্মরণ করিয়া কম্পিত কলেবর হয়। কিন্তু ইংরাজেরা এদেশে যত পুরাতন হইতেছেন ততই লোকের তাঁহাদের উপর এই ভক্তি টলিতেছে। যখন ইংরাজেরা প্রথম এদেশ অধিকার করেন তখন এদেশীয়েরা ইংরাজদিগকে সামান্য মানুষ বলিয়া বিশ্বাস করিত না। তাহারা ইহাদিগকে দেবতা কি অশূর বলিয়া বিশ্বাস করিত। ক্লাইব কি হেষ্টিংসের বীরত্বের কথা তাহাদের যখন স্মরণ হইত তখনই হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। ভারতবর্ষবাসী ইংরাজেরা যত্নপূর্ব্বক এদেশীয়দিগের হৃদয়ে এই ভাবটি বদ্ধমূল রাখিবার নিমিত্ত যত্ন করেন। সেকালে ইংলণ্ড হইতে এদেশে আগমন করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার ছিল না, অতিশয় ব্যয়সাধ্য ছিল, পথে অনেক বিপদের সম্ভাবনা ছিল এবং এখানে যাহারা আসিতেন, তাহাদের এক রূপ স্বদেশের মায়া পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইত। এই নিমিত্ত এখানে তখন ইংরাজের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। আবার যাহারা এখানে আসিতেন তাহারা প্রায়ই বাণিজ্য কার্য্যে কি গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এখানে আগমন করিতেন। সুতরাং তখন শুদ্ধ ইংরাজদিগের সংখ্যা কম ছিল না, যাহারা আসিতেন তাহারা প্রায়ই ভদ্র বংশজ ছিলেন অথবা এখানে ভদ্রলোকের ন্যায় অবস্থিতি করিতেন। তখন তাহারা কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে তাহা গোপনে জীর্ণ করিতে পরিতেন। গবর্ণমেণ্ট চিরকাল শ্বেতাঙ্গদিগের পক্ষপাতী, দুষ্কর্ম্ম করিয়া কেহ কোন বিপদে পড়িলে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে রক্ষা করিতেন। গবর্ণমেণ্টের এই রাজনীতি রক্ষার নিমিত্ত রাজা নন্দকুমারের নির্দ্দোষে প্রাণদণ্ড হইল। কিন্তু কালে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের ব্যবধান সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ হইয়া ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ প্রায় পরস্পর পার্শ্ববর্ত্তী দেশ হইয়া উঠিয়াছে। এখন এদেশে আগমন করা আর পূর্ব্বের ন্যায় কষ্টকর ব্যাপার নহে। অল্প ব্যয়ে অনায়াসে এখানে আগমন করা যায়। ইংলণ্ডে যদিও অতুল ঐশর্য্যশালী তথাচ সেখানে মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর ভয়ানক অন্নকষ্ট। ভারতবর্ষে আগমন করা সহজ হওয়ায় ইহারা এখানে এখন ক্রমাগত আগমন করিতেছেন। এদেশীয় ইংরাজদিগের অবস্থার তারতম্য বিবেচনা করিয়া আমরা তাহাদের উপর ভক্তি শ্রদ্ধা করি না। আমরা কোট হ্যাটধারী শ্বেতাঙ্গ দেখিলেই তাহাকে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করি। সুতরাং এদেশে যত ইংরাজ আইসেন আমাদের নিকট তাহারা সকলেই সমান পূজনীয় না হন, কিয়দংশে সকলেই মাননীয়। ইহাদের মধ্যে যদি কেহ কোন নীচ কর্ম্ম করেন কি কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে সহসা আমাদের মনে উদয় হয় যে ইংরাজেরাও আমাদের ন্যায় মানুষ এবং ইংরাজ মাত্রেই বড় লোক নহে। আমাদের মধ্যে যেরূপ ছোট বড় লোক আছে তাঁহাদের মধ্যে তাহাই আছে। তাহারাও ভিক্ষা করেন, চুরি করেন, জুয়াচুরি করেন। ইংরাজদের সম্বন্ধে আমাদের এই রূপ জ্ঞানের উদয় হইলে তাঁহারা আমাদের নিকট আর পূর্ব্বের ন্যায় গৌরবান্বিত থাকিতে পারেন না এবং তাহাতে তাঁহারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন। এই নিমিত্ত যখন কোন ইংরাজ দুষ্কর্ম্মে ধরা পড়েন তখনই সমুদয় ইংরাজ জাতি তাহাকে নানা উপায়ে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যত্ন করেন। এই নিমিত্ত আসামের ইংলিশ সাহেব, যশোহরের মিয়ার সাহেব প্রভৃতির মোকর্দ্দমা লইয়া ইংরাজেরা এত গোলযোগ করেন। ফুলার সাহেবের মোকর্দ্দমা লইয়াও ইংরাজেরা এই রূপ গোলযোগ করিতেছেন এবং ইংলিশম্যান কাকউড সাহেবের পক্ষ সমর্থনের যত্ন করিতেছেন। কিন্তু এদেশে ক্রমে বহু সংখ্যক ইংরাজ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে এবং তাহাদের মধ্যে এত প্রকারের লোক আসিয়া উপস্থিত হইতেছে যে তাহাদের পদ রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। আমরা গত বার লিখিয়াছি যে, বাঙ্গালোরে এক জন ইংরাজ সামান্য বাজাদারের ন্যায় ঢোল বাজাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। কিন্তু মিয়ারস সাহেব, কাকউড সাহেব কি এই বাজাদার সাহেবের নিমিত্ত ইংরাজ জাতি এদেশে তত অপদস্থ হইতেছেন না? ইংলণ্ড হইতে ক্রমে দুষ্কর্ম্মান্বিত ও নীচ জাতীয় ইংরাজ ভারতবর্ষে আগমন করিতেছে এবং তাহারা ইংরাজদিগের পদ গৌরবের বিশেষ অনিষ্ট করিতেছে। আমরা ইতি পূর্ব্বে এই রূপ কতকগুলি উদাহরণ প্রকাশ করি। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে এইরূপ আর একটী ঘটনা হইয়াছে। সেখানে লেসী নামক এক জন পশু চিকিৎসক বোম্বাইর কালেক্টর আরবথনট সাহেবের নামে রাজ বিচারালয়ে ইহাই বলিয়া অভিযোগ করেন যে, আরবথনট তাহার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছেন। আদালতে প্রমাণ হয় লেসী এক জন ভয়ানক জুয়াচোর। সে এ পর্য্যন্ত নানা স্থানে নান নাম ধারণ করিয়া লোককে প্রবঞ্চনা করিয়াছে। জাল করিয়া দুই বার কি তিন বার কারাগারে যায়। যাহাকে সে তাহার স্ত্রী বলিতেছে সে একটী বেশ্যা। কালেক্টর সাহেবকে বিপদে ফেলিয়া তাহার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সে এই মিথ্যা মোকদ্দমাটী উপস্থিত করে। লেসী সাক্ষীস্থলে উপস্থিত হইয়া বলে যে এই স্ত্রীলোকটী বেশ্যা, ইহার পূর্ব্বে আর একবার তাহার বিবাহ হয়। তাহার স্বামী জাল করিয়া কারাগারে প্রবেশ করে, ইহার ভগিনীও বেশ্যা। ইহার ভগিনীর সঙ্গে আর এক জন সাহেবের বিবাহ হয়। সে সাহেবও জুয়াচোর এবং নানা স্থানে নানা নাম ধরিয়া লোককে প্রবঞ্চনা করে। লেসী আর দুই এক জন পরিচিত সাহেবের নাম করিয়া বলে যে তাহারাও তাহার সমব্যবসায়ী। অথচ এই লেসী সাহেবও আমাদের নিকট হইতে এক জন সম্ভ্রান্ত ইংরাজের মান গ্রহণ করিয়াছে। বাঙ্গালোরে এ ব্যক্তি ডাক্তার লেসী বলিয়া বিখ্যাত হয় এবং হয় ত যেখানে এ দেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত লোক গমন করিতে সাহস করিতেন না এরূপ কোন সম্ভ্রান্ত ইংরাজের নিকট এ অনায়াসে গমন করিত ও আদালতে যদি এ দেশীয়ের সঙ্গে কোন মকর্দ্দমায় জড়ীভূত হইত তাহা হইলে ইহার নিশ্চয় জয় লাভ হইত। ভারতবর্ষস্থ ইংরাজ জাতি জাতিগৌরব রাখিবার নিমিত্ত নীচ বংশজ ও দুষ্কর্ম্মান্বিত ইংরাজদিগকেও সম্ভ্রম করেন, সুতরাং আমরা তাহাদের মধ্যে প্রায় ইতর বিশেষ করিতে পারি না এবং এই নিমিত্ত কোন ইংরাজ দুষ্কর্ম্ম করিলে আমাদের ইংরাজ জাতির উপর ঘৃণা হয়। ইংরাজেরা এটী বুঝেন এবং এই নিমিত্ত লেসী সাহেবের মকর্দ্দমা উল্লেখ করিয়া বোম্বাই গেজেট দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরাজদিগের নিতান্ত ইচ্ছা যে, এরূপ দুষ্কর্ম্ম সকলের দ্বারা ইংরাজ জাতি এ দেশে ক্রমে ঘৃণের না হন, কিন্তু তাহারা তাহার কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারেন না। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের দুগ্ধবতী গাভী। শুদ্ধ বিদ্যাবান, ক্ষমতাবানেরা ইহাকে দোহন করিতে আইসেন না ইংলণ্ডবাসী সকল শ্রেণী লোকের বিশ্বাস যে ভারতবর্ষের উপর তাহাদের অধিকার আছে। স্বার্থের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ইংরেজদিগের এই অধিকারের পোষকতা করিয়াছেন। আবার ইংরাজদিগের নিজের সমাজ হইতে যত অপকৃষ্ট লোক দূরীকৃত হয় ততই তাহাদের মঙ্গল। ভারতবর্ষ তাহাদের অধীন, ভারতবর্ষবাসীরা ইংলণ্ড হইতে যিনি আগমন করেন তাহার প্রতি যত্ন করিতে হয়। এই নিমিত্ত এখানে দিন দিন অপকৃষ্ট শ্রেণী ইংরাজদিগের প্রাদুর্ভাব হইতেছে। ইহাতে ইংরাজ জাতি যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমাদেরও ইহাতে বিশেষ ক্ষতি আছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লাভও আছে।

ইউরোপের যুদ্ধ।

সার্বিয়ানরা তুর্কি হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। তুর্কি যেরূপ ঘোর বিপদাপন্ন হয় তাহাতে অনেকে আশঙ্কা করেন যে সেখানে অতি সত্বর রাজ্য বিপ্লব উপস্থিত হইবে। সার্বিয়ানরা এই আশায় তুর্কির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। তাহারা এই আশায় উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধের অয়োজন করে এবং তুর্কি জয় করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত রাজ্যে প্রবেশ করে। তাহারা প্রথম উদ্যমে কিছু বিক্রম প্রদর্শন করে কিন্তু তৎপরে যুদ্ধে পরাস্ত হয় এবং তুর্কি হইতে বিতাড়িত হয়। এখন তুর্কিরা সার্বিয়া আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে এবং সার্বিয়াবাসীদিগের স্বদেশ রক্ষার নিমিত্ত ব্যস্ত হইতে হইয়াছে।

তুর্কি প্রকৃত বিপদাপন্ন। সেখানে রাজা নূতন, রাজ ভাণ্ডার শূন্য, হার্জিগোবিনিয়া প্রভৃতি অধীন দেশ সকল বিদ্রোহী। ইউরোপে যে কয়েকটী প্রধান রাজ্য আছে তাহারা সকলই স্বার্থ লইয়া বিব্রত। আবার তাহাদের মধ্যে পরস্পর ঘোরতর মনোবাদ যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় বিন্দু মাত্র আঘাত লাগিলে তুর্কি রাজ্য রসাতলে যাইবার কথা। আবার সার্বিয়াবাসীরা বিখ্যাত যোদ্ধা, এবং রুশিয়ার সম্রাট তাহাদিগকে গোপনে সাহায্য করিবেন প্রতিজ্ঞা করেন, অন্ততঃ এই রূপ রাষ্ট্র হয়। এরূপ অবস্থায় তুর্কি যে যুদ্ধে জয়ী হইবে ইহা অনেকেই অনুমান করেন নাই। তাঁহারা বলেন যে তুর্কি যদি জয়ী হয় তবে অপরের সাহায্যে। কিন্তু মহম্মদ কি আশ্চর্য্য বীরত্বের বীজ মুসলমান জাতির মধ্যে রোপণ করিয়া গিয়াছেন যে কোন বিপক্ষেই তাহা ধ্বংশ করিতে পারে না। তুর্কির এই রূপ দুর্দ্দশা, কিন্তু যে সার্বিয়ার খৃষ্টানেরা তাহাদের প্রতি আক্রমণ করিয়াছে আর অমনি তাহারা উত্তেজিত হইয়াছে, চতুর্দ্দিক হইতে সহস্রং মুসলমান যুদ্ধের নিমিত্ত স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, দলে দলে যোদ্ধা সমুদয় কনেষ্টেন্টিনেপেলে উপস্থিত হইতে লাগিল এবং রেলওয়ে যোগে তাহারা যুদ্ধের স্থানে উপস্থিত হইল। মিশর দেশের খিডাইব সুলতানকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। তিনি জাহাজ কনেষ্টেন্টিনোপেলে সৈন্য প্রেরণ লেন। মুসলমানেরা বীর

রাজ ভাণ্ডারে পাছে অর্থের অনটন হয় এই নিমিত্ত প্রজারা আপনা হইতে রাজ ভাণ্ডারে অর্থ প্রেরন করিতে আরম্ভ করিল। মুসলমান ও খৃষ্টানে যুদ্ধ হইতেছে এই কথা শুনিয়া আশিয়ামাইনর এবং অন্যান্য স্থান হইতে মুসলমানেরা যুদ্ধের নিমিত্ত কনেষ্টেণ্টিনোপেলে উপস্থিত হইতে লাগিল। মুসলমানেরা যুদ্ধ স্থানে পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছে এবং এখন সার্ব্বিয়ার অদৃষ্টে কি হয় তাহা বলা যায় না। তবে সার্ব্বিয়ানরা যদি ও যুদ্ধে পরাজয় হইয়াছে, তথাপি তাহারা যে সুদক্ষ যোদ্ধা তাহার পরিচয় তাহারা পদে পদে প্রদর্শন করিয়াছে এবং যদিও তুর্কিবাসীরা সার্ব্বিয়ানদিগকে তুর্কি হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, তথাপি সুলতান যে সার্ব্বিয়া দেশে জয় পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া প্রবেশ করিতে পারিবেন তাহা কেহ আশা করেন না। সার্ব্বিয়া দেশ পর্ব্বতময়। পর্ব্বতময় দেশে সম্মুখ যুদ্ধ হওয়া কঠিন এবং সম্মুখ যুদ্ধ না হইলে তুর্কিরা শত্রু দমন করিতে পারিবে না। এই অসুবিধার নিমিত্ত তুর্কিবাসীরা এখন পর্য্যন্ত হার্জিগবিনিয়া শাসনাধীন আনিতে পারেন নাই। হার্জিগোবিনিয়া তুর্কির অন্তর্গত রাজ্য, কিন্তু তাহারা বিদ্রোহী হইলে যদি তুর্কি গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে পরাভব করা অসম্ভব মনে করেন, তাহা হইলে, সার্ব্বিয়াবাসীরা স্বদেশ ও স্বাধীনতার নিমিত্ত যুদ্ধ করিলে তাহাদিগকে পরাজয় করা বোধ হয় তুর্কিবাসীদিগের পক্ষে আরো কঠিন হইবে। বিশেষতঃ সার্ব্বিয়ানদিগকে তাহাদের আত্মীয় স্বজনেরা সাহায্য করিবে। রুশিয়া গোপনে সার্ব্বিয়াকে যুদ্ধাস্ত্র প্রভৃতি প্রেরন করিতেছেন। রুশিয়া শুদ্ধ তুর্কিকে দুর্ব্বল করিবার নিমিত্ত সার্ব্বিয়দিগকে সহায়তা করিতেছেন না। সার্ব্বিয়ার রাজার স্ত্রী এক জন বিখ্যাত রুশের কন্যা। সেই নিমিত্ত সার্ব্বিয়দিগের উপর অনেক রুশের আন্তরিক টান আছে। কিন্তু যদিও এখন অনেকে অনুভব করিতেছেন যে তুর্কিবাসীদিগের পক্ষে সার্ব্বিয়া অধিকার করা কঠিন হইবে তথাপি তাহারা ইহার পরিণাম কি হইবে কেহ এখন স্থিরতর রূপে সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। যখন ফ্রান্সের সঙ্গে প্রুশিয়া যুদ্ধে প্রবেশ করেন তখন অনেকের গণনায় ভুল হয়। তুর্কিরা স্বাভাবিক যুদ্ধ প্রিয় ও বীর পুরুষ। এবার মক্কাতে এক জন মুসলমান ধর্ম্মশিক্ষক ভবিষ্যতবাণী করেন যে আবার মুসলমানেরা দিগ্বিজয়ী হইবে। মুসলমানেরা অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করেন যে আবার তাঁহাদের রাজ্য আসিবে তাহার উপর এই ভবিষ্যতবাণী। ইহাতে সার্ব্বিয়ানদিগকে পরাভব করিয়া তাহাদের উম্মত্ততা উপস্থিত হইবার সম্ভব। পৃথিবীতে এখন মুসলমানের সংখ্যা বিস্তর এবং ধর্ম্মের জন্য মুসলমান মাত্রেই যুদ্ধে অনায়াসে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, এবং বিধাতা না করেন যদি এই উম্মত্ততা কর্ত্তৃক একবার মুসলমান জাতি আক্রান্ত হয় তাহা হইলে সার্ব্বিয়া কেন তাহারা অনেক রাজ্য ছারখার করিতে পারে। তাহাদের এখনও এরূপ বিক্রম আছে। আবার ভারি একটী বিপদ। ইউরোপবাসীরা এখন স্বার্থ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পারেন না। তাহারা স্বার্থের নিমিত্ত অনায়াসে মুসলমানদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া খৃষ্টানদিগের রক্তপাত করিতে পারেন। যখন সুলতান আজিজ জীবিত ছিলেন তখন মুসলমানেরা হার্জিগবিনিয়াবাসী খৃষ্টানদিগের উপর অত্যাচার করিতে না পারে এই নিমিত্ত রুশ গবর্ণমেণ্ট একটী মেমোরেণ্ডম প্রকাশ করেন। ইহাতে লিখিত হয় যে তুর্কিবাসীদিগের বিদ্রোহী খৃষ্টানদিগের সঙ্গে সন্ধি করিতে হইবে, তাহারা বিদ্রোহী খৃষ্টান প্রজাদিগের যে সমুদয় গিরিজা কি বাস গৃহ নষ্ট করিয়াছেন তাহা পুনরায় নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন, খৃষ্টানেরা অস্ত্র ব্যবহার [ক]রিতে পারিবে এবং খৃষ্টানদিগের প্রতি অত্যাচার ... নিমিত্ত তুর্কি গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য ...বে, মেমোরেণ্ডমে ইউরোপের তিনটী প্রধান রাজ্য সম্মতি প্রকাশ করেন। কিন্তু ইংলণ্ড দেখিলেন যে ইহাতে তুর্কি দুর্ব্বল হইবে এবং তুর্কি দুর্ব্বল হইলে তাহাদের ক্ষতি, তাহারা এই রূপ গননা করিয়া এই মেমোরেণ্ডমে স্বাক্ষর করিলেন না। তাহারা গোপনে সুলতান আজিজকে সিংহাশনচ্যুত করাইলেন এবং এখন সার্ব্বিয়াবাসী খৃষ্টানদিগের বিপক্ষে তুর্কিকে সাহায্য করিতেছেন। সুতরাং এই যুদ্ধের অবসান কোথা হয় তাহা কেহ এখন অনুমান করিতে পারেন না। হয় ত এই যুদ্ধের আর বাড়াবাড়ী হইবে না। আবার হয় ত ইহাতে পৃথিবী রসাতল যাইবে। এখন ইউরোপ ও আশিয়ার যেরূপ অবস্থা তাহাতে একটী মাত্র স্ফুলিঙ্গ দ্বারা সমুদয় ছারখার হইয়া যাইতে পারে।

সম্প্রতি লণ্ডনস্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া য়্যাসোসিয়েসনে "ভারতবর্ষ বিদেশীয়দের আক্রমণ হইতে কি রূপে রক্ষা করা যাইতে পারে" এই সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব পঠিত হয়। প্রস্তাব লেখক বলেন ভারতবর্ষ রক্ষার একটী প্রধান উপায়ের প্রতি গবর্ণমেণ্ট একেবারে দৃষ্টিপাত করেন না। বাহুবল দ্বারা ভিন্নদেশ অধিকৃত হয় বটে কিন্তু বাহুবল দ্বারা উহা অধিক দিন রক্ষা করা যায় না। যে পর্য্যন্ত অধিকৃত দেশের অধিবাসীরা বিদেশীয় রাজার প্রতি আসক্ত না হইবে, যে পর্য্যন্ত রাজার সুখ দুঃখে তাহারা আপনাদের সুখ দুঃখ জ্ঞান না করিবে সংক্ষেপে যে পর্য্যন্ত বিদেশীয় রাজাকে তাহারা আপনাদের রাজার ন্যায় জ্ঞান না করিবে, সে পর্য্যন্ত বিদেশীয়েরা হাজারই সৈন্য সামন্ত রাখুন, তাঁহারা কখনই নিরাপদে ও নিশ্চিন্ত মনে রাজ্য শাসন করিতে পারিবেন না। অতএব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইংরাজ শাসনের প্রতি ভারতবর্ষবাসীদের যাহাতে অনুরাগ জন্মে এরূপ উপায় সকল অবলম্বন করিবেন। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে হইলে ইংরাজদের সমুদ্রের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিতে হইবে। প্রস্তাব লেখক বলেন যে এখন যেমন দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সমুদ্রের উপর কর্তৃত্ব ভিন্ন ইংরাজেরা এক মুহূর্ত্ত ভারতবর্ষে তিষ্ঠিতে পারিবেন না। যদি ভারতবর্ষ লইয়া কাহারও সহিত যুদ্ধ বাঁধে তবে সে ফ্রান্স অথবা রুশিয়ার সঙ্গে। এমত অবস্থায় সুয়েজ খাল খুলিয়া রাখা অপেক্ষা বন্দ করা আবশ্যক হইবে। তখন ইংরাজদের আফেরিকা দেশ ঘুরিয়া সৈন্য সামন্ত আনিতে হইবে। তৃতীয়তঃ ভারতবর্ষ যদি উত্তর পশ্চিম কোন হইতে আক্রান্ত হয় তবে উহা কি রূপে রক্ষা করা যাইতে পারে, প্রস্তাব লেখক তাহারও আলোচনা করিয়াছেন। রুশিয়ানরা ভারতবর্ষাভিমুখে নিয়ত অগ্রসর হইতেছে। রুশিয়ানরা যে যুদ্ধ বিগ্রহে সুদক্ষ, দূরদর্শী ও সাবহিত তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহারা পরে যাহা করিবে বহুদিন পূর্ব্ব হইতে তাহার যোগাড় করিতে থাকে এবং এই কৌশলেই তাহারা কৃতকার্য্য হয়। রুশিয়ান রাজ কর্ম্মচারীদের মধ্যে রীতিই এই যে তাহারা রাজ কার্য্য হইতে ছুটী পাইলে ভিন্ন দেশ সকল পর্য্যাবেক্ষণ করিয়া বেড়ান। ভ্রমণ শেষ হইয়া গেলে তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত সকল লিপিবদ্ধ করিয়া গবর্ণমেণ্টে অর্পণ করেন। রুশিয়ান গবর্ণমেণ্টও কর্ম্মচারিদিগকে ভ্রমণ করিতে উৎসাহ প্রদান করেন। ইহার ফল এই হইয়াছে রুশিয়ান গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন২ দেশের বিবরণ এত সংগ্রহ করিয়াছেন যে পৃথিবীর মধ্যে কোন গবর্ণমেণ্ট এ রূপ করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের শাসন, সৈন্য ইত্যাদি সম্বন্ধীয় বিবরণ ইংরাজেরা যে রূপ জানেন রুশিয়ানরাও সেই রূপ জানেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি ভারতবর্ষীয় লোকের ও রাজগণের মনের ভাব রুশিয়ানরা যেমন জানিতে পারিয়াছেন অধিক সংখ্যক ইংরাজ সেরূপ জানিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষবাসীদের নিকট ইংরাজ শাসন যদি কখনও অসহ্য হইয়া উঠে তবে রুশিয়ানরা হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাদের সাহায্য করিতে আসিবে। কিন্তু যত দিন ভারতবর্ষীয় লোক ও রাজগণ ইংরাজদের বন্ধু থাকিবেন সে পর্য্যন্ত ইংরাজদের কোন আশঙ্কাই করিতে হইবে না। অতএব সৈন্য বা কামানের সংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়া ইংরাজেরা দেশীয় লোকের অনুরাগ ভাজন হইতে চেষ্টা করুন।

আমরা ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত নামক এক খানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। এরূপ পুস্তক সকল আমরা সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি। কলিকাতায় ও মফঃস্বলে বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্রের অভাব নাই। এই সকল মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রতি বৎসর রাশি২ বাঙ্গলা গ্রন্থ প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কয় খানি পাঠ্য? বাঙ্গলা গ্রন্থের মধ্যে শতকরা ৭৫ খান নাটক। পাঁচ খানা নাটক পড়িলে বাঙ্গলা নাটক আর পড়িতে হয় না। রাজপুতানার ক্ষত্রিয় ও মুসলমানের যুদ্ধের গল্প কতবার পড়া যায়? একটু দেখিয়া শুনিয়া অথবা ভাবিয়া চিন্তিয়া কয় জন বাঙ্গালী গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? এক জন ইংরাজ ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আইলেন। তিনি এখানে ৩।৪ মাস থাকিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বাটী গিয়াই ভারতবর্ষের নদ, নদী, পর্ব্বত, ভুমি, মনুষ্য, দেশাচার প্রভৃতি সম্বন্ধে এক প্রকাণ্ড পুস্তক লিখিয়া ফেলিলেন। আমরা স্বীকার করি এই গ্রন্থের মধ্যে গ্রন্থকারের অনেক স্বকপোল কল্পিত কথা থাকে। কিন্তু তথাপি তাঁহার কেমন উদ্যম। তিনি স্বচক্ষে যাহা দেখিলেন তাহা লিপিবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারেন না, তৎ সম্বন্ধে তিনি নিজের স্বাধীন মত ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারেন না। পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা তাঁহার প্রকৃতি নহে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত অনূ্যন ৪০।৫০ জন কৃতবিদ্য বাঙ্গালী ইউরোপ ভ্রমণ করিয়াছেন, অনেকে ৪।৫ বৎসর পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিয়াছেন। কিন্তু এক রমেশ বাবু "তিন বৎসরে ইউরোপ" নামক এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা, পঞ্জাব, বোম্বাই প্রভৃতি দূর দেশে শত শত কৃতবিদ্য বাঙ্গালী ভ্রমণ করিতে যান, সহস্র২ বাঙ্গালী সেখানে বাস করিতেছেন। কিন্তু বোম্বাইবাসী হিন্দুদের মধ্যে স্ত্রীদিগের স্বাধীনতা আছে কি না ইহাই কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। এই জন্য আমরা ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত গ্রন্থ খানি সাদরে গ্রহন করিয়াছি। গ্রন্থকার বহুদিন পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় বাস করেন। তিনি স্বয়ং তত্রত্য রাজ বাটীর কাগজ পত্র অনুসন্ধান করিয়া ও স্থান সকল দর্শন করিয়া এই গ্রন্থ খানি প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি "অনুবাদ" বা "সংকলন" করিয়া পুস্তক খানি প্রকাশ করেন নাই। স্বাধীন ত্রিপুরা একটী প্রাচীন রাজ্য। সেখানকার শাক ভিন্ন, মুদ্রা ভিন্ন, কিন্তু রাজা বাঙ্গালী। এরূপ রাজ্যের ইতিবৃত্ত জানিতে বাঙ্গালী মাত্রেরই ইচ্ছা করে। যদিও কোন দেশের কি রাজ পরিবারের ইতিহাসে যাহা যাহা থাকা আবশ্যক উপস্থিত গ্রন্থ খানিতে সে সমুদয় নাই, তথাপি উহা সুপাঠ্য হইয়াছে, উহার ভাবাটী অতি প্রাঞ্জল ও সুমিষ্ট হইয়াছে। আমরা ভরসা করি বাঙ্গালী পাঠক সমাজ গ্রন্থকারকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিবেন। আমরা আরও ভরসা করি গ্রন্থকার পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে ত্রিপুরার অধিবাসীগণের আচার ব্যবহার, তত্রত্য ভূমি, পর্ব্বত, নদ নদী, জনপ্রবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত রূপে লিখিবার চেষ্টা করিবেন।

গবর্ণমেণ্ট সম্বাদ পত্রের ডাক মাসুল দুই পয়সার স্থলে এক পয়সা করার প্রস্তাব করিতেছেন। লর্ড মেও ভারতবর্ষের বিস্তর ক্ষতি করেন, কিন্তু তিনি একটী পরোপকার করিয়া যান। পূর্ব্বে সম্বাদ পত্রের ডাক মাসুল চারি পয়সা ছিল, তিনি ইহা কমাইয়া দুই পয়সা করেন। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট যদি দুই পয়সার স্থলে এক পয়সা করেন তাহা হইলে দেশের আরো উপকার

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA, THURSDAY, AUGUST, 3, 1876.

The inaugural meeting of the Indian Asaociation for the cultivation of Science, established by Dr. Mahendar Lal Sarkar, was held at the new premises of the Association, Bow Bazar Street, on last Saturday afternoon, the Hon'ble Sir Richard Temple, Bart., President of Association, in the Chair. Dr. Sarkar delivered a very interesting introductory lecture, with illustrative experiments. On the conclusion of the lecture, Dr. Rajendrala Mitra, in an eloquent speech, moved a vote of thanks to Dr. Sarkar, not only for the interesting lecture which he had just delivered, but also for his untiring and unceasing exetions in the cause of Science, by which means this Institution, of which we have every reason to be proud, was now an established fact. Everybody would admit that the object for which Dr. Sarkar had so nobly exerted himself was one of the highest importance, and that he is worthy of, and fully entitled to, our best thanks. We rejoice at the opening of the Institution. May it prove useful!

——oo——

In the Commons, in answer to Dr. Ward, who put a question respecting a meeting intended to be held in Calcutta, at which resolutions were to be proposed deprecating the recent action of Her Majesty's Ministers in treating the motion for a commission of inquiry into the alleged famine in Behar as a party question, and asserting the desirableness of appointing such a commission, Lord G. Hamilton said: The only information which I have upon this subject is derived from an advertisement in an Indian newspaper, in which it is stated that a requisition to hold a public meeting had been presented to the Sheriff of Calcutta, signed by about 100 persons, whose names are not given. In a subsequent edition of the same newspaper it is stated that the Sheriff fixed the 29th of May for the meeting, but the requisitionists, instead of availing themselves of the day so fixed, requested the Sheriff to postpone *sine die* the day for the meeting. The only reason for this indefinite postponement seems to be a fear on the part of the requisitionists that if the meeting is held it will be attended by persons who will propose and carry amendments hostile to the two resolutions mentioned in the question. ("Hear, hear," and a laugh.)

——ooo——

The cry is the come—still they come. We have before us a fresh crop of cases, showing further particulars of the strange doings of the authorities at Chittagong. First of all we shall begin with the case of Mr. Rattray, the District Superintendent of Police. Our readers will remember that we hinted some time ago that Mr. Lowis, the Commissioner and the Sessions Judge of Chittagong, was reported to have some interest in one of the Cachar Tea Plantations. From private sources it has come to light that he is a partner of Mr. Webster who shot down more than half a dozen of innocent ryots and was fined only a few hundreds of rupees for this grave offence. But it requires offical confirmation before we can believe it. It will be remembered that in Mr. Webster's case, the District Superintendent made a report favorable to the ryots, and condemnatory of Mr. Webster. Of course this report was not agreeable to Mr. Lowis, who, without even calling for an explanation, passed in his report to Government one-sided censure on Mr. Rattray. The Government, however, returned the Commissioner's Report, directing him to re-submit it with Mr. Rattray's explanation. Mr. Rattray submitted his explanation through the Magistrate, which neither the Magistrate nor the Commissioner was desirous of forwarding as it would bring a mass of facts to light which would go very much against themselves. The explanation was accordingly returned to Mr. Rattray for altering it. But Mr. Rattray was not the man to be dealt so easily. He submitted a copy of it to the Inspector General of Police direct for transmitting the same to Government. About eight days after the Commissioner came to know of this, and then Mr. Rattray was coaxed a good deal to withdraw his explanatory Report. Mr. Rattray at last yielded and consented to withdraw his explanation if the Inspector General of Police to whom a copy was sent would allow it. Accordingly Mr. Lowis officially telegraphed to the Inspector-General to return Mr. Rattray's explanation, as he (Mr. Rattrray) was desirous of making some alterations in it. But the Inspector General did not return the explanation for reasons best known to himself. Meanwhile Mr. Rattray submitted a second explanation to the Commissioner with the necessary alterations which the Magistrate and the Commissioner wanted to be made in it. But up to the present time the Commissioner not hearing from the Inspector General of Police as to whether he would return Mr. Rattray's explanation found out, though somewhat late, the mistake he had committed by accepting Mr. Rattray's second explanation. Mr. Lowis is thus in a great dilemma, and perhaps to extricate himself from this dilemma he has taken three months' leave of absence.

But it is the Bronchery cooley mal-treatment case gation into the matter has resulted thus. Mr. A Griffin, the manager of the Bronchery tea-plantation, was found guilty of the serious charge of inflicting corporal punishment on famale coolies. Another serious charge was also proved against him but as it was purely of a private nature we refrain from publishing it. It was found on enquiry that several female coolies had left their former, husbands and taken new coolies for their partners but it did not come out whether this was done by Mr. Griffin's order. Other charges of a more, or less serious nature were also proved against him, and for all these he has been let off with a fine of Rs. 180 only! One or two facts ought to be mentioned in connection with this affair. Mr. Griffin acts under the immediate supervision of Mr. Webster who is a particular friend of Mr. Lowis. The Bronchery Tea Estate belongs to Messrs. Bullock Brothers & Co., represented at Chittagong by Mr. Robertson who is a bosom friend of Mr. Lowis. On the other hand, Mr. Anderson, the investigating officer, is the immediate subordinate of Mr. Lowis and must act according to his instruction. From this it can be easily imagined which sort of investigation was made. But admitting that all other charges were not proved, still was a fine of 180 Rs. an adequate puhishment for the crime of systematically flogging the coolies, especially the females, oftentimes stripping them of their clothes and making them perfectly naked? Such a practice is not allowed even in our worst jails.

The following correspondence from Chittagong will shew the present state of affairs there:—

It may interest your readers to know how the state of things is progressing in Chittagong and where all these rows have ended. Mr. Kirkwood made over his charge to Mr. Veasey; but knowing full well that his departure from Chittagong would be a thing most ignominous, he did what he could to mend matters and to shew that he was above any earthly disgrace. The people avoided him as much as they would a ferocious beast of their neighbouring hills, but Mr. Kirkwood thought if the Hill would not go to the Mahomet there was no harm in Mahomet's going to the Hill. So he wrote letters to all manner of people to come and see him, as he wished to say them---shall we say a reluctant —good bye. A few attended this invitation, while others suspected that there was something in the air and would not to the last moment believe him. It was all cut and dry that he would have left by the last steamer, but at the eleventh hour he kept back. This has again made the people uneasy.

In the mean time he has submitted we hear his explanations regarding Nayan Tara's petition. Inspite of Nayan Tara's repeated prayers to call for the papers of her case and examination of certain individuals on the spot, the Board called from Mr. Kirkood a "report" in their grand mamas' style, any departure from which they consider a positive sin. So Mr. Kirkwood has submitted a report and a most slip shod one it is we hear, avoiding all unpleasant facts which are too stiff to be explained away and without entering into the merit of most of his actions in regard to which he stands convicted he has said that they have all been approved of by the Court and the Board. We have not yet been able to know what the mild-livered former has said on his own part, but we think it is no good.

But something more behind. He is, we hear, going to send up a protest against the thousand and one censures passed upon him by the Lieutenant Governor, in which he admits the propriety of the censures, but regrets that he is removed from the District at a time when he has inaugurated many an important reform, viz, man-shooting; sending Civil Surgeons into the apartments of respectable Hindu ladies all unasked; snatching innocent children from their mothers' lap and sending them off to distant places to die a "sudden death"; destroying crops of entire villages by licencing tea-planters to shoot the villagers with bullets, characterized in Kirkoodian phraseology as shots no 8, and to cut open their irrigation works; screwing the penny out of poor people in the way of settlement or cess; subjecting the people to inquisition in matters of Road-Cess &c. &c. We dare say SirRichard Temple will appreciate this generous regret of Mr. Kirkwood and these wonderful reforms that have been inaugurated by him, as he has already appreciated the now notorious Bye-laws of his and still retain him in this ill-fated land, to which idea he still fondly clings and which we understand is the secret of this unaccountable stay in Chittagong.

I have with deep regret to inform you that Sir Richard Temple has refused to repeal the bye-laws, tho' his sanction after they were repealed by the commissioners, was hardly necessary. These obnoxious laws were originally passed by the European Commissioners ranging on one side and by the casting vote of Mr. Kirkwood. As soon as they were circulated the native members were struck with their absurdity. One European member moved their repeal and they were repealed, the remaining European members fighting every inch for the sake of Mr. Kirkwood till the last. Inspite of this repeal, Mr. Kirkwood was bent on enforcing them, the whole adult mob popnlation of the municipality, about 10 thousands in number memorialized His Honor thro' the Commissioner, who kept the laws in abeyance. But inspite of all these facts, inspite of the combined wish of the whole native and portion of the European population, the Lieutenant Governor has declined to sanction the repeal and has smashed all arguments against the Bye-laws by a mere conjugation of the verb "to think" indicative mood, present tense. "Never mind the people and the majority of the Commissioners. You, Mr. Lowis, think they are good; he Mr. Kirkwood thinks they are good: and therefore I, Sir Richard Temple, think they are good." The people, having spent a large sum in feeing a barrister for the memorial, are now going again to raise a subscription to memorialize Lord Lytton. But we are only afraid lest His Excellency carries the conjugation one step further and "says we thiuk they are good." Alas! Why a whole people *enmasse*, native and European, educated and ignorant, rich and poor, combine against a measure that is intended only for their good—did the thought ever come across Sir Richard's miud when going through that memorable conjugation. ?

Mr. Ghose had his own censure from Mr. Kirkwood for spoiling his ready made dishes, and you and your contemporaries have not gone without your share. Mr. Kirkwood in the protest alluded to above solicits the protection of His Honor's Government against the libellous pen of the Newspaper editors and correspondents! You should now tremble for yourself.

——ooo——

Political Organization, or Political Dissensions:—The *Hindoo Patriot* altogether ignored the fact of the establishment of the Indian League, and could scarcely spare a couple of lines to notice its public meeting. But the same paper has now given a warm shake of the hand to the new Asssociation said to have been established the other day. The Indian League always invited the Editor of that Paper to attend its public meetings and act on the committees founded by such meetings, but he always declined to act. Is it not a significant fact therefore that he should attend the inaugural meeting of the new Association? If his object is to set one against another, so that they may devour each other, while the Association he represents may enjoy the pastime from a safe distance, we must say it is a short-sighted diplomacy. He must never forget the adage, "what if the *goaroo mahashoy* dies &c. &c.." If a second Association is a want, either the new Association will merge in the League or the League merge in the new Association, and so the Association he represents will still have a rival to fear. But the great thing is, that we do not like that sort of diplomacy which without serving the cause of the nation only destroys the little vitality it possesses. Whether the new Association does any good or not is yet to be seen, but that it will intensify party spirit and "dissipate our energies" there is no doubt.

Our contemporary also attempts to throw the blame upon those of the Leaguers who were present at the inaugural meeting. And in this attempt he has recourse to gross misrepresentations. There were many present at the meeting and considering his high position our contemporary should have done well to adhere to strict facts, and not given a hold upon hundreds to believe that he was capable of distorting facts. It is quite true that Babu Kali Charan was there, but he did not go there as the spokesman of the League, for the outside public did not know whether the meeting was or was not to be held on that date. The announcement was suddenly made and there were misleading paras in the *Englishman* and other papers, whether inserted with a motive or not we do not know, and it was impossible to know on what date the meeting was to take place. The promoters did not want the public to attend the meeting, they had the students of the Metropolitan College, of which Babu Shurendra Nath Banerjee, the chief promoter, is a Teacher, and of the other Colleges of Pataldanga, at their disposal. Babu Kali Charan and his friend went of their own accord to see what the promoters were about. The *Mirror* makes the meaningless remark that Babu Kali Charan went with a set speech, as if he could know beforehand what the mover of the first resolution would say.

It was a public meeting, was it or was it not? If it was, had not Babu Kalli Charan the right to speak? The mover of the first Resolution tried to impress upon the audience that there was room for a third Association. Babu Kalli Churn rose to shew that the speaker had not been able to prove his position. But he was not allowed to proceed. As soon as it was found out that the remarks of the Babu were telling upon the audience, the helpless Chairman of the meeting was moved to put the speaker down and he was authoritatively requested to stop. Babu Shurendra Nath Banerjee then rose to remove the evil impression that might have been created by the remarks of Babu Kalli Charan. In his speech he began to traduce the League and when he said that the League had no organization the friend of Babu Kalli Churn who was close by made the remark that it was a lie. Now this word, "lie", has a strange effect upon those of our countrymen who think in English and live in English. Michael M. S. Datt, the great dramatist and satirist, had made his English speaking hero say something to this effect: "If you call me a *mithyabadi* that is a quite different thing, but call me a liar, I shall never allow that." Call a statement false, or untrue, call it a deliberate misrepresentation and there is no harm, but if you use the word "lie", well that is a quite different thing. There is no harm in making gross and deliberate misrepresentations,—for what else are the official report of the meeting, and the para of the *Hindoo Patriot*?——but it is unpardonable that a man should call it a lie which he knows to be so, and the statement of Babu Shurendra Nath that the League has no organization is in fact, what shall we call it,—untrue.

Neither do we think it generous to task a man severely for an unguarded expression at a moment of excitement when an object so dear to his heart was being publicly slandered. It was an expression which was used the other day at a stormy municipal meeting of the city. Neither is the British Parliament always the cold and sedate body that it ought to be. Harsher expressions and sadder results often disturb the equanainty of the House: there was the other day almost a hand to hand fight between the Members. The French Assembly in this respect is even more guilty than the British House. The truth is, when dear interests are at stake, it is very hard to find fault with unguarded expressions and make a capital out of them. Yet we admit, it was an expression which he should have not used, and we know for certain if he was allowed to stay he would have said so. But he was not allowed to do that. No sooner was the expression out of his mouth, than Babu Shurendra Nath asked the Chairman to turn him out. He was followed by Babus Nobogopal Mittra and Chandra Nath Bose both promoters of the new Institution and movers of Resolutions, and the latter gentleman stamped his feet repeatedly as he thundered

his order of turning the offender out. Evidently the severe castigation that he suffered at the hands of Babu Kalli Charan rankled in his breast and as he could do nothing to the orator he fell upon his friend. Upon this the gentleman was obliged to leave the place and he was followed by the reporters and other respectable gentlemen who were invited on the occasion. Our contemporary of the *Hindoo Patriot* altogether ignores these facts. He charges the offender with having used an indecent expression, but in doing so he commits the act itself, or an act something like it. Perhaps he is partial to those who turn people out of public meetings; perhaps he was seeking precedents to justify himself before the public for meting out the same measure to "the immortal ten."

If Babu Kalli Charan had been allowed to proceed, the correctness of the position he took and his fervid and unparallelled eloquence would have done the work. The Indian League was established not that the British Indian Association was an effete body, or that its members were old women and self seeking, but because the fee of membership was too high for the general community to enter into it. If that body had reduced their fee as requested by the promoters of the League before its establishment the League would have been nowhere now. But here is a new Association the value of the membership of which is the same as that of the League, established without notice, without any consultation with the Leaguers. The object evidently was to steal a march, the intentions are evidently warlike. Indeed the new Association to live must feed upon the League or die of starvation.

Can any body tell us why the promoters without joining the League are after a new Association? The door of the League is open to all. From the days of Alexander, India has been suffering not so much from the oppressions of strangers as from the internal dissensions of her own children. The difficulties that the Leaguers had to combat from the beginning of their existence are not known to those carping critics who always croak and condemn the League for what it has not been able to do, but deny it credit for what it has done. A political organization of the middle classes is not a light affair. To move the lethargic mass even our best, is a task which is only known to those who ever made the attempt. This mass they had to move and not only that, but to ward off the blows of a rival and powerful Association which from the beginning viewed them with a jealous eye. They had thus to fight inch by inch for their very existence, and had also to take note of public events. If they had been allowed to utilize the energy that they had spent on the new municipal law, the League might have done much more. But from the beginning they had to cope with a most powerful and unholy combination. They had no leisure even when the Act was passed and they will have scarcely any before the 1st of September.

Forget not that the Leaguo has only a ten months' existence. We recollect to have read in the Paper of one of the Assistant Secretaries of the new Association the following. The Editor was of opinion that as the League had done nothing a new Association was necessary, and that the public would be satisfied if the new Association could do a single good work within the course of ten years. So this critic would not give the League more than ten months time to do good a work, but he asked the public to wait ten years in the case of the new Association of which he was to be a Secretary. The British Indian Association and the Indian League are not naturally antagonistical to each other; both are necessary for a proper representation of the country, and as time rolls on, both these bodies will come to understand their position, and functions, and forget their mutual jealousies and ill-feelings. But the new Association is an intruder and cannot exist unless the League is destroyed. The League may be too strong for the new Association to assail it with any hope of success, but we apprehend scenes which will bleed the hearts of those who love India with a disinterested love.

——ooo——

OUR JAILS:—If any class of people deserve pity more than any other it is the poor inmates of the Indian Jails. The unhappy lot of these unfortunate wretches ought to move the most obdurate heart. In England they have the Howard Society for the protection of the interests of the prisoners. In other civilized countries they have also similar societies who come forward with all the strength they possess when they find that the inmates of the jails are more cruelly treated than what is necessary. Here, however we have nothing of the kind. In Calcutta and Bombay we have societies for the prevention of cruelties to animals, but the idea seems to have never struck any body for the formation of a society here, whose object should be to see that proper treatment is accorded to the inmates of the jails. Spasmadic efforts are now and then made by kind-hearted individuals to draw the attention of the people and the authorities to the wretched condition of our criminal population, but they almost always result in nothing. Neither the people shake off their lethargy nor the Government attends to one of its most sa[illegible]d duties. In this way the rigorss of the prison dis[illegible]e about which we hear so many complaints have become an essential part of our jail system, and the consequence is a fearful death-rate amongst the Jail population. The present state of our Jails loudly calls for reform, and we therefore hail with delight the following proposal which has been submitted to Government through the jail supnrintendent by Dr. Kastagiree, the medical officer, we believe, of the Chittagong Jail. Dr. Kastagiree points out only one or two out of many defects which disgrace our jail system. He says:—

1. The prisoners of the Chittagong Jail in certain description of labor (hard) do as much work as they in the Presidency Jail, and in some, as making cane baskets, gunny-warps &c, do more.

2. In the Chittagong Jail most of the prisoners have to do works which are foreign to the professions carried on by them, before coming to the Jail; they therefore fail to perform their full task-works. In the Presidency Jail, men are generally found whose home occupation are suitable to certain kinds of labour in the Jail, to which they are at once put.

3. In penal labor here, there is a general failure on the part of prisoners, for performing their task-works. Short term prisoners convicted for assault, rioting and such like petty offences are generally men of middle class, or of a class, just above the hard working laboring class; these men according to the Jail Regulation are put to penal labor whereas Dacoits, thieves,, murderers &c, brought up in hardihood, have by reason of their long term of imprisonment, to perform light work only. The effect of this is while the latter show good result in performing their task works there is a general failure in the case of the former.

4. In the Presidency Division, rioting, and such like petty offences are generally done by hired servants, who are men of the lowest class inured to hardihood, and it is not unlikely, that they when put to penal labor should show better results in the quantity of task works they perform.

5. The moral effect of the system is also deplorable, for while the serial degradation from penal labor of the short term prisoners of the middle class people renders them out-casts from their former social position, and makes them reckless in their after lives, the comparatively light work, and easy life in the Jail of professional Dacoits and burglars, encourage them to the repetion of the offences with the object of becoming fresh inmates of the Jail.

6. Owing to unsuitable works, short term prisoners suffer in *loss of weight* also as the accompanying Tabular Statement will show, in the case of those prisoners who, are released often the imprisonment of one year, and under.

Those few among them, who have gained weight, are of the lowest class.

Neither do the long term prisoners gain mnch in weight by reason of their lighter wo[illegible] their formerly developed muscles decay in proportio[illegible]heir want of exercise, and if they gain any thing, it is [illegible]haps in the accumulation of fat, which unfits them for harder works, when they are out of the Jail.

7. While giving my reasons why prisoners of this Jail are not able to perform the full amount of their task works, especially when undergoing penal labor, I have taken the liberty to point out certain facts, which appear to me, to be the result of defect in the existing prison rules. I have presumed to call them defects, on the assumption that our Jails should not only be punitive but corrective institutions also, and as so the object in my humble opinion, is defeated, when short term prisoners are put to the hardest of labor, in Jails, for reasons I have stated before.

8. Lastly I beg you will be good enough to move the Inspector General of Jails to consider the whole subject, and if necessary move other Jail Medical officers to give their professional opinion on the same.

The present terrible state of the Bengal Jails is mostly due to Sir George Campbell. Two of the most important reforms effected by him were the appointment of a judicial officer at the head of the Jail department and the infliction of sharper punishments on short-term prisoners. The late Lieutenant Governor was of opinion that judicial considerations necessitate the appointment of a judicial officer. What these judicial considerations were we did not clearly understand then, nor do we understand them now. It is the business of a judicial officer to determine whether a man is a criminal or not, and it is the business of a medical man to deal with criminals. Criminal statistics like chemistry and anatomy are branches of the medical science, and surely it is hardly to be understood what is meant by judicial considerations in jail administration. If by that is meant the infliction of punishment according to the enormity of the crime, that is done by the judicial officer who passes the sentence. He thoroughly examines the nature of the crime, he carefully notes the extenuating and aggravating circumstances, and then inflicts due punishment. Why should then another man quite ignorant of those circumstances come and interfere with the sentence? For, six months' incarceration *plus* severity often exceeds long punishment, *minus* severity. Sir George Campbell recorded this extraordinary opinion that short-term prisoners should be inflicted with rigorous and stinging punishment, because it is only by sharp punishment that any effect can be produced on short-term prisoners. Thus the late Lieutenant Governor by one short sentence set at nought the provisions of the Penal Code and deliberate judgments of judicial officers. The Penal Code of India is considered the most perfect Code that was ever framed in any part of the world. The wise framers of the Code after much deliberation provided punishment according to the nature of the crime, keeping the two objects for which judicial sentences are passed in view *viz.*, the due punishment of crime, and the prevention of future crime; and the judicial officers after carefully considering all the circumstances of the case pass sentence of imprisonment keeping in their view the two objects for which judicial sentences are passed. But here comes another functionary quite ignorant of the nature of the crime and the circumstances of the case to give additional punishment to a man because he happens to have committed a light offence. As we have all along said, and our assertions are fully borne out by the testimony of Dr. Kastagiree, that the longer imprisonment will be universally preferred to a short term imprisonment. To a long term prisoner the jail loses all its terrors. We read the account of a prisoner who refused to come out of the jail having spent the best portion of his life there. A long term prisoner forms new acquaintances, ties, and associations, and the jail to him is a second home. Even when released he hovers round it and pays frequent visits to its inmates. It is his father in-law's house, so he jokingly calls it. There is no doubt of it, in short, that after a confinement of a few years the prisoners learn to love the jail rather than fear it, and to them there is no terror in prolonged seclusion. It is in the first and second years of their imprisonment that prisoners suffer most. Dr. Mouat in his Report says:—"Forty per thousand died in the first year, irrespective of those who *did not live* to be sentenced. Nearly sixty in every thousand of average strength die in the second year. From two years and upwards 137 per 1000 die, but if this mortality were distributed to each year in succession it would be found that the greatest risk to life is in the two first years of imprisonment. Many of the life prisoners live to a great age." Forty per thousand die in the first year, and in spite of this statistical fact these are punished sharply! Newly imprisoned criminals loose their flesh fast, and if they recover the first shock there is then a probability of their living to a long age. To punish such people is to increase the death rate, and no wonder, that since the innovations of Sir George Campbell were introduced, the jail mortality is fast increasing, and Sir Richard Temple who had allowed the system of his predecessor to work undisturbed should despondingly inquire at the sight of the excessive mortality, "is there none to help me out of my difficulties?"

There is another point which Dr. Kastagiree could have taken this opportunity to urge upon the attention of Government. It is the strict discipline to which the prisoners are subjected, and a large number of Jail rules framed to enforce that discipline. What is discipline to the ferocious and irresponsible Anglo-Saxon is sheer cruelty to the mild Hindoo and what corrects an Anglo-Saxon may kill a Hindoo. Two dozens of scourges vigorously applied on the back of an European may cool his hot blood, but the same number of stripes may kill rather than heal the half dead and ill-fed Bengalee; yet the method of correction, found neceessary amongst the sterner inhabitants of Europe, has been introduced into Bengal which is inhabited by a weak and sickly race. The native prisoner costs the State one ana and half per head, but the European prisoner costs from 10 As. to 2 Rs. This difference is justified on the ground that a European is accustomed to live better and it is necessary for the sake of his health to give him such food he is accustomed to. A native however rich and respectable is fed with the coarsest food, and though accustomed to live upon the finest rice and all the delicacies the country is capable of producing, is made to swallow down the same humble fare which is allowed to the commonest cooley. The consequence is the better classes fall ill and oftentimes die immediately after their entrance into the jail. Manual labor may not be a great punishment for a laborer, but manual labor to an intellectual man, to a man belonging to the gentleman class never used to labor by the hand is a punishment which he cannot oftentimes survive. A respectable and highly intellectual man, and a day labourer are both imprisoned for one month with labor for committing riot. Both are employed in dragging the oil machine, the laborer no doubt suffers, but the gentleman pines away and perhaps dies. This idea of the impartial distribution of labor and ration has been imported from Europe, but how dearly does it cost us!

Dr. Kastagiree also proposed to the Jail Superintendent of Chittagong to effect some reformation in the dresses worn by the prisoners. The clothes used by the prisoners are two pairs of jail manufactured Janghees and a Korta for each; these with a blanket and a gunny cloth bedding complete their cold season suit. The Janghees generally terminating 6½ inches above the thigh, is by no means sufficient to cover nakedness and shame, nor is it a sufficient protection from cold during cold weather. Dr. Kastagiree therefore urged the necessity of making the Janghees long enough to flow down at least 8 inches below the knee, and the Kortas 6 inches below the elbow. We are very glad to learn that the recommendation of the Doctor has been adopted in the Chittagong jail. We hope this wholesome change will be introduced into other jails of Bengal.

SCRAPS AND COMMENTS.

A subscriber to the Hurrish Memorial Fund and a member of the British Indian Association writes as follow:—

So after the lapse of full 13 years and the repeated digging of subscribers and questioning by anonymous writers

in the journals, the prying curiosity of the public has been satisfied—satisfied in the sense in which the meeting holders fancy or wish that they should be satisfied! A public meeting was held between the eminent two who don the coat of arms of the eminent British Indian Association, and the Hurrish Library Hall declared open! It is said that a sum not more than 10,500 Rs. was collected and altho' "scholarships, prizes, stipends and the like were next taken into consideration but none of them commended itself to the approbation of the Committee." Whose fault was it that not more than 10,500 was subscribed? Was any effort, anything like a sustained or persevering effort, [illegible] to raise a higher sum? Did the Testimonial Com[illegible] urge on and send round the subscription book to all the muffosilites and the big Zemindars as they do to tout them for entrance into the British Indian Association? Did not a big native who scraped a large fortune at the Sadder bar throw cold water on the project at the begining and why? Simply because he could not bear the sight of a petty Sircar of Tulloh & Co., albeit a country-man rising to eminence as a true Patriot because he turned up his nose against the idea of seeing a Koolin Bramin shewing the true metal of his Arian mind feted into a hero. It was too much for the patience and spirit of a Bengalee, and the whole thing was poohpoohed as something abused and despicable! Was it for the same reason that the President or the Vice thought it *in fra dig* to preside at the meeting? Why did not the President take the chair? Why did not the great C. S. I. do his duty? Why was the Secretary hoisted on the chair when his seniors were available and alive to take the lead?

Why this delay in holding the meeting? Surely the mode in which memorial should take its form was settled years ago, then what prevented hitherto to convene a meeting and declare in a public manner that the Library was open? Were the members asleep all these ten or eight years? or is it that outside clamour alone stirred them up into a sense of their obligation?

Who was the Committee that determined on the eminent and very excellent mode of perpetuating the memory of the great *patriot*? Was any public meeting called? If so when? and what were its proceedings? Was the voice of the subscribers taken or votes asked? Was an intimation even given of how and what way the money was to be appropriated? What is become of the Trustee created or appointed by the late Kaleeprosono Singh for the conduct of his dearly bought journal the *Patriot* which Hurrish established? Is not the *Patriot* a property of the deceased in conformity to the terms of the trust? Was not the good will of the paper rescued from the vile clutches of the auctioners and entrusted by Babu Kaliprosonno Singh to a body of Trustees to see that the journal was kept up and alive and its profits appropriated to the Fund for the perpetuation of Hurrishe's memory? Has the Trustee performed its duty? or delegated its function to some body else? Under what and whose authority was the public paper the property of the deceased made over to a salaried servant of the Association for his special benefit and behalf? Who is to hang for the pitiable change that has been brought in the character of the paper? Who is responsible for the sycophancy that has been the *alpha* and *omega* of the once popular journal? Why was not the paper leased out on advantageous term, so that after paying the editor and the expenses of printing the profits might go to accumulate the surplus of the Fund? Was not a press given to the *Patriot* by a public subscription? How well he deserved and discharged his duty!

Who and what Committee decided on appropriating 10,500 Rs. towards the purchase of the houses for the special use of the British Indian Association? Was it a meeting of the subscribers of Hurrishe's testimonial that voted this extraordinary and unprecedented piece of jobbery, this unmitigated spoliation of public money? Were the proceedings ever published? if so, when and in what form? and have the proceedings of the Committee been preserved? Where and by whom?

Then if it was thought convenient to absorb the testimonial Fund in the purchase of the House why was it not stipulated that the money should run on some interest say 10 or 12 per cent? Had the British Indian Association the full amount to pay for the price of the house at the time it, purchased it or did it act like the famous executor of a private estate who spent the trust-money on building his own house first? Has any account of the interest been taken—interest due since the money came into the hands of ths Comittee? To grasp the money collected by John for the benefit of Paul and pay it to Peter is no doubt a very commendable and convenient way of discharging a Trust. Then is it not an insult to the public, a deception on the subscribers that the public should be told to satisfy itself that the memory of a public character has been enshrined, forshaken rather to a small low dingy damp room filled with half a dozen rotten racks and a few smouldering worthless odd volumes! Why do not the Committee publish a list of the books [illegible] the dimensions of the room that it is to perpetuate the [illegible]ame! Is not the building called "Zemindar's Office" and who would remember and know that it has a godown, a nasty room set apart for the perpetuation of a sacred name? Why did not the B. I. A. allow the whole building to be called Hurrish's Hall? Would the contribution of 10,500 Rs. be satisfied with such a humbugging memorial? Would they have subscribed if such was to be the fate of the man for whose sake they paid and raised the money? Surely Bengalees cann't be blamed if they confide so little on each other!

Then it is but barely just and due that a part of the rent enjoyed by the B. I. A. from the out offices attached to the building and the godowns in the compound should be credited to the fund. The money of the fund was 10500 Rs. and the price paid for the building was say some 40,000 Rs. The fund is certainly entitled to one-fourth or one fifth of the profits or rents arising from the whole house, for was it not taken to form a part of the purchase money? If not, the interest which, if it was invested in a Government security, would have acquired, should be added to the surplus; and unless and until that is done, the public and the subscribers will not cease to deny and denounce that it has been a spoliation of public money. It wont do to do things with all high hand, or to throw dust into the eyes of the public that 3 or 5 men under the cloak of a gossipping board represent the nation!

Sometime ago when we (*Indu Prokash*) commented on Col. Baker's case we strongly warned our reformers against adopting the customs of their European rulers, and especially against the latter's custom of giving their women unbounded liberty to mix among men. That time the *Bombay Gazette* did not seem, if we mistake not, to appreciate the remarks very much. Whatever may be the truth, we are glad to find the *Gazette* declaring himself a strong and appre[illegible] advocate of the Hindu custom of seclus[illegible] is impatient of those souls who wish[illegible] Indian woman should prefer the society of every man to that of her own husband." But further on he grows still more pathetic and says, almost just what a Liverpool correspondent stated sometime ago in a letter to us and which then so much offended the *Gazette*:—"we confess that, looking at the viciousness of life in Europe, and at the abyss of devilry and crime into which unbridled passions hurry the fast men and women of the day, we think nations may be excused for holding fast to any customs that have withstood the assaults of time, even if we do not admire those customs in the main. The oriental habit of secluding a woman is a bad habit on the face of it, but we cannot say that it is productive of the misery and the crime which the license claimed by some of the sex at home gives ground for. A man's honour and a woman's reputation is at least safe under the one system, whereas they positively are not so under the other." Our reformers will do well to ponder over and lay up in the heart of their hearts this sermon preached by one who is in the midst of the enjoyment of the custom to which they are tending.

The number of Post Offices in the United Kingdom was increased last year by 280; making in all nearly 13,000; about 900 of which are Head Offices. The number of Road Letter Boxes is nearly 9,700; as compared with 9,000 in 1873. Thus, the total number of postal receptacles in the United Kingdom is now more than 22,000; as compared with about 15.600 ten years ago, and with little more than 4,500 before the establishment of Penny Postage in 1840. In London alone there are nearly 1,700 such receptacles.

How even provincial newspapers in England spend money for telegrams will appear from the following:—"On one occasion, when an important debate took place in Parliament, and when, in addition, there was an unusual number of interesting occurrences in different parts of the country, nearly 400, 000 words, equal to about 220 columns of the "Times" newspaper, were transmitted from the Central Station in London in a single night. The resources of the Department were heavily taxed; but the weather having been favourable for telegraphy, no delay of any consequence occurred."

A correspondent writes us from Krishnuggur:—

The late Mr. Lobb was allowed by the Government to take up his quarters in the Krishnuggur College building as there were enough of vacant rooms in his time in consequence of the abolition of the some of the classes both in the school as well as the College Department. A man of sickly constitution as he was, this indulgence was shewn to him on consideration of seeing his health improved by locating him in a better habitation and of securing an additional income to the College Fund in the shape of money, he had to pay as his hire.

This privilege has now been extended to Mr. Lethbridge but his case is now altogether a different one. In consequence of the re-establishment of the classes both in the school and College Departments, and owing to the occupation of 5 out of 16 rooms by Mr. Lethbridge for his own use, great inconvenience is now being felt both by the boys and teachers. For example, the Hall which was formerly left unoccupied is now filled with two of the lowest classes with a screan between them. The College Clerk has now no separate room of his own and is now taking his seat in the Corridor. The Library room is literally elaked up with almirahs with scarcely passage enough between them. The Professors have no room of their own, and strange to say the 3rd year class is now being held in Mr. Lethbridge's bed room. The teachers and professors have their privy-rooms, removed from the building to the great inconvenience of these gentlemen. The Krishnuggar Public are under deep obligation to Mr. Lethbridge for his noble exertion to restore the College classes and it would smack of ingratitude on their part to raise a hue and cry against him for his occupying some of the rooms of the house which he has refurnished, as the Bengali proverb goes, from its entirely broken state. All that they want is that, let him occupy the rooms not with inconvenience to the boys and he should remember what the emperor Hadrian used to say "that Empire is not for me but for the people."

The woman's rights party have won an important victory. On Wednesday afternoon Lord Sandon gave the House of Commons a pledge that the Government would take up Mr. Russell Gurney's Bill, admitting women to the medical profession. It is difficult to discover anything objectionable in this proposal. It is only suggested that lady doctors should practise amongst women and children. Here there is a sufficiently large field of usefulness open to them, and there is no reason to apprehend that feminine modesty will be outraged.

It is reported by a contemporary that an English man-of-war is to be stationed at each end of the Suez Canal.

Anglo-Indians, say the newspapers, were not a little amused at the funny announcement which appeared in the *Times* and other morning papers, and was reproduced even by the well-informed *Pall Mall Gazette*. We were told that Sir Salar Jung, on paying his respects to the Queen at Windsor, presented her with an *alligator*, which Her Majesty "touched and returned to him." As the word used to describe this singular present was not "alligator," but its native Indian equivalent "muggur," it may be supposed that only a few persons here and there appreciated the joke thus unwittingly made by some ingenious printer, who converted the harmless *nuzzer* of his "copy" into one of those monsters which Her Majesty might well have been excused for declining to touch, except with a long pole. This mistake may afford a little harmless amusement to those who remember the story of the "ferocious Dhoolies who rushed down the hill, carrying off the dead and wounded," or that of the lady who ate four *chuprassies* for breakfast.

The Commissioners appointed to enquire into the murder of Mr. Birch have commenced their sitting in Perak, and Datu Sagar, who is charged with complicity in the murder, has been sent from Singapur for trial.

The *North China Herald* of the 24th of June says:—"There have been all kinds of rumours, during the last few days, of preparations for moving British troops to China; but we know of no further foundation for them than the certainty that great irritation is felt at the termination of the Yunnan enquiry. We only trust that Sir Thomas Wade is not being lured into a repetition of the endless negociations of last autumn, but will state firmly what he wants, and insist briefly upon its concession."

Mr. Hobhouse's service in the Viceregal Council comes to an end about next February. The honourable member (says the *Pioneer*) goes home in March, and his successor, whoever he may be, will thus have the advantage of coming out at the most favourable time of the year. With a new legal, a new financial, and a new military member, the Viceroy's staff of councillors will be a good deal metamorphosed in the course of the next cold season. There is hope in a change, with perhaps only slender grounds for it. But improvement *is* possible.

The *Times of India* has an article on Ostrich Farming. The writer notices how profitable this has proved in some instances, and suggests whether it might not be introduced into India with advantage. Of course, there is a limit to the market for costly ostrich feathers. Of course if they could be produced cheaply, the market would extend: but the farming is not likely to be of great advantage.

A young officer was despatched in England on some duty a day's journey by rail, and when he sent in his account amongst the items, he put down, "porter 6*d*." A day or two after he received a letter from the Accountant's Department, refusing to pay the sixpence, and adding that the Government were not in the habit of providing refreshment to officers on every trifling duty; thereupon the officer wrote to inform them that "porter, 6*d*." meant the man who carried the box of papers which he had to deliver. The Department sent a letter back to say they would pay the sixpence, but he "ought to have said *porterage* instead of porter, the latter being ungrammatical, as they supposed he would have had sense enough to know." This last remark rankled in the mind of the young man, and soon after he was employed on some duty in which he had to use a vehicle. He, therefore, thought as porter should be porterage, cab, from the same reasoning, should be cabbage, and he put among the items, "cabbage, 2*s*." A correspondence again ensued, the Department wanting to know what the item referring to vegetables meant. The officer wrote back explaining, and giving them an extract from their own letter, in which they had gratuitously given him a lesson in grammar. To this he had no reply from the Department, but a letter came a few days after from the Horse Guards, reprimanding him for "frivolity and conduct unbecoming, etc."

The *Lucknow Witness* reads this homely to the English Government:—

"A year or two ago we pointed out that ever and anon there arose in India the necessity for some great expenditure that had been unforeseen, such as the cost of the Mutiny, the Abyssinian war, the Orissa, Rajpootana, and Bengal famines, &c., &c., hindering the Government of India from benefiting by the Opium Revenue. The blessing of God maketh rich and addeth no sorrow, and this is true of nations as well as of individuals. A man finds that what is easily got is easily lost, and especially that unlawful gains have a chrysalis propensity to make to themselves wings and fly away. The righteous Governor of the universe can have no pleasure in any governmental action that tends to destroy his creatures, and the Opium Revenue of India is not a thing that he can bless. The great argument is that it is indispensable; the Government could not be carried on without it. But, as we have said, every little while God sends a messenger for these millions, in the shape of a war or a famine or a financial collapse, so that the Government of India has to do without them. Just now there is an extraordinary depreciation in the value of silver (which seems somehow or other to affect the Indian rupee much more than the English shilling), and exchange is fearfully high, 33 per cent., and rising. The value of the rupee has fallen to 1s. 6d., and some think it will go down to 1s. 4d. The Council Bills drawn by Government amount to 13¼ millions sterling for the present year; private drafts are estimated at 1½ millions. Here, at one stroke, calculating at the present rate of exchange, the Government loses between three and four millions. One who could go fully into this matter would find, we believe, that the six millions of the Opium Revenue—at all events that portion of revenue which is raised by the Bengal monoply—is of really no use to the country. In the last ten years a good many millions have been expended in the construction of palatial barracks for British soldiers, which are said to be for the most part no more serviceable than the old ones. If the Government would show itself to be a really civilzed Government, by exercising faith in God's eternal principles of righteousness, and give up the business of cultivating and exporting opium, it mig[illegible]

count upon the aid of providence, and would find itself at least as able as it now is to meet its engagements, and advance the interests of its subjects. To exercise this faith seems to be beyond the capacity of our modern statesmen. They have been very diligently trying to persuade themselves that there is no divine Person at the helm of affairs, and that nature knows nothing of moral questions. Their success in this study is its own punishment. The reaping must be as the sowing."

We hope the Government will profit by the above.

From the "Newspaper Press Directory for 1876" we extract the following on the position of the Newspaper Press :—

"There are now published in the United Kingdom 1,642 newspapers, distributed as follows :—England—London 320 ; Provinces, 956—total 1,276 ; Wales, 57 ; Scotland, 152 ; Ireland, 138 ; Isles, 19. Of these there are—daily papers, England, 98 ; Wales 2 ; Scotland, 16 ; Ireland, 19 ; Isles, 1. On reference to the first edition of this Directory (1846), we find the following facts—*viz.*, that in that year there were published in the United Kingdom 551 journals ; of these 14 were issued daily—*viz.*, England, 12 ; Ireland, 2 ; but in 1876 there are now established and circulated 1,642 papers, of which no fewer than 136 are issued daily. The magazines now in course of publication, including the quarterly reviews, number 657, of which 238 are of a decidedly religious character, representing the Church of England, Wesleyans, Methodists, Baptists, Independents, Roman Catholics, and other Christian Communities.

The average daily attendance at the Philadelphia Exhibition has been 30,000 during the four weeks it has been open.

It is said that Mr. Pogson, the Astronomer to Government at Madras, has predicted that the rainfall in the Madras Presidency will be very light this year, and still lighter next year. This is a bad look-out for the people who are already beginning to suffer in some districts.

The charge of adultery against Mr. Arbuthnot, Collector of Bombay, brought against him by a man under the assumed name of Lacey, has been dismissed by the Magistrate. Lacey, by his own admission, has taken several names at different times, been in prison, and stolen property and cheated for some years past. There can be however little doubt that Mr. Arbuthnot had been very indiscreet though it might be that he had been inveighled into Mr. Lacey's society. The case is scandalous to a degree, and reflects discredit on both the parties.

The escape of the Fenian prisoners from West Australia adds a strange chapter to the long-sustained quarrel between England and Ireland. Alluding to this subject the *New York Herald* says :—

"Within the last ten years Ireland's feeling of antagonism against her conqueror has been illustrated in many ways, from rebellion in Ireland to invasions of Canada, from secret conspiracy to open organisations, Home Rule demonstrations, and what not. This carefully prepared plan to rescue a number of sentenced prisoners, insignificant, perhaps, in themselves, shows they were estimated by their brethren for their sacrifices as much as for their personal value, and the demonstration of this alone will, doubtless, stimulate the anti-English sentiment among the mass of Irishmen opposed to English rule. Hence, if the fugitives make good their escape—and once on the high seas on board an American ship there seems little danger of their return to prison—we may look to see the event swell to the importance of a victory over England, and inflame Irish opinion here as well as in Ireland to a degree which those who look on the transaction with foreign eyes may not comprehend at first. The affair will bring little credit to Mr. Disraeli, who so recently refused to remit the penalties on these men. Had it been announced that they were to be pardoned it would have saved appearnaces, although it could not have prevented the rescue, which must have taken place some weeks before the amnesty debate. In one respect this stimulation of national aspirations in Ireland will be unfortunate for England—namely, that she finds herself on the edge of what may prove a gigantic war, when the bare necessity of keeping a large garrison in Ireland, and a large naval force in Irish waters, will weaken her for offensive purposes considerably."

In spite of her professions of friendship for Ireland, England can never hope to secure the sincere loyalty of Ireland as long as she treats her as a subject country.

The Russian Paper *Golos* thus delivers itself on the war between Servia and Turkey .—

"Even that portion of the press hostile to Russia recognises the merit of the Czar in restraining Servia from war. But Russia and her monarch have got tired of the line they have held so long ; indeed, they find it impossible to continue their endeavours in behalf of peace. Now that England has presented Turkey with arms and ammunition, and £300,000 in cash, Servia is undoubtedly justified in drawing her sword. and the Eastern question, which has so long disquieted Europe, will be solved in the most normal and natural fashion. Europe, to whom is assigned the part of a second in the impending duel, will soon see which is the stronger of the two—Slavonic heroism or Oriental sloth ; Christianity or barbarism. As regards Russia, there is not a man in the country who does not sympathise with our brethren's struggle for liberty. Though she may remain a mere spectator at first, Russia will set all Europe on fire rather than suffer the sister tribes of the Balkan to be put down in the coming strife. If our interests in the East are injured, we shall know how to defend them with that dignity that belongs to a great Power. We shall then convince the world that Russian might is something tangible and real.

So Russia is determined to save Servia, which means, that a general European war is imminent and inevitable.

Regarding the grants to the Royal family of England the London correspondent of a contemporary says :—

"A week has now passed since the presentation of the monster petition to the House of Commons by Messrs. Burt and Macdonald, praying that no further grants may be made to the members of the Royal family until an account has been rendered showing how existing grants had been disposed of. Nothing more has been heard of it, and it is clear that, so far as the object of the petitioners is concerned, it has missed fire. It was presented *apropos* of nothing and when no question of a Royal grant was before the House. Yet it cost months of labour to procure those 102,000 signatures ; there were no paid canvassers ; and the work was purely voluntary. The principal agencies were those of Mr. Bradlaugh and Mr. Besant, the wife of a clergyman, and who takes a deep interest in social matters affecting the welfare of the people. As to the grants already made by Parliament there can be little difficulty in supplying the petitioners with the information they desire. The Civil List is settled by Parliament at £385,000 a year. At the marriage of Her Majesty, Lord Melbourne's Government proposed a vote of £50,000 per annum for Prince Albert, but the Tories succeeded in reducing it to 30,000, and this continued until the Prince's death in 1861. It would have been a graceful act to compromise the matter by making the amount £40,000, but this was not done, and with the smallest of the three sums the Prince had to be content. In 1857 a dowry of £40,000 and an annuity of £8,000 were granted to the Princess Royal ; in 1862 a dowry of £30,000 and an annuity of £6,000 to the Princess Alice ; in 1863 an annuity of £40,000 to the Prince of Wales and one of £10,000 to the Princess ; in 1866, an annuity of £15,000 to the Duke of Edinburgh, with a dowry of £30,000, and an annuity of £6,000 to the Princess Helena ; in 1871, an annuity of £15,000 to the Duke of Connaught, with a dowry of £30,000 and an annuity of £6,000 to the Princess Louise ; in 1873, an additional £10,000 a year to the Duke of Edinburgh on his marriage ; in 1874, an annuity of £15,000 to Prince Leopold. The grants to be made, supposing existing precedents to be acted upon, will be an extra £10,000 each to the Duke of Connaught and Prince Leopold when they get married, and a dowry of £30,000 and an annuity of £6,000 to Princess Beatrice upon her Royal Highness making a matrimonial alliance. Any of your readers who are good at figures may see for themselves what all this money amounts to, and it stands out in striking contrast to the small number of grants asked for in the two previous reigns. I am finding no fault with these grants ; I am merely stating facts which can be verified by a reference to *Hansard*, and leave the public to draw their own conclusions from them. But it is fairly open to remark that in the face of such figures Royalty has its duties to perform as well as its privileges to enjoy, and that a costly institution like this ought not to hide its head under a bushel."

A careful analysis (by Mr. William Stokes) of the official returns for the present House of Commons gives these startling particulars :—

War members, 240 ; commercial members, 142 ; agricultural members 133 ; lawyers, 125. The war members consist of the following :—Captains, 77 ; lieutenant-colonels, 40 ; colonels, 12 ; majors and major-generals, 28 ; lieutenants and cornets, 19 ; war members by close family relationship, 17 ; naval service, 9 ; officially connected with the "services," 38 ; total, 240. The representation of the people of Great Britain by the members of the present House is in the following proportions :—The war members represent a population of 12,750,769, the number of electors being 969,720 ; the commercial members represent 7,960,076, and 929,483 electors ; the agricultural members represent 6,900,417, and 445,844 electors ; and the legal profession represents 5,351,833, and 551,289 electors. These calculations make it evident that the preponderating element in the Commons must ever be in favour of a large war expenditure. The interest of the war debt in 1876 is £27,700,000 ; the cost of the army and navy in 1876 is £27,035,000 ; making a total of £54,735,000"

It is thus evident that the British people are spending, for war purposes alone, above six thousand pounds an hour, by night and day, throughout the whole year !

A question of much importance to the public with respect to public vehicles came before the magistrate at Marlborough-street police-court last mouth. A cabdriver was summoned, the *Observer* remarks, by the police for refusing to take a fare. It appeared by the evidence that a sweep in Tottenham-court-road was seized with a fit, and the defendant was called off the cab-rank to take him to the hospital. He refused, however, to undertake this duty, on the ground that the cab would be injured by conveying the sweep, whose dress was sooty and covered with mud. The magistrate held that the defendant had properly refused to take the fare, and accordingly dismissed the summons. If this decision is correct in law, it places the relations between cabdrivers and the public on an entirely new footing. It has hitherto been imagined, rightly or wrongly, that a cab standing on a rank is a vehicle that may be hired by any person on payment of the legal fare, and that the driver has no right to refuse a fare, except in cases of infectious illness. It seems, however, that even in emergencies, such as that of a sudden seizure, a cabman may refuse to take a fare to a hospital if his clothes are not so well brushed that there is no fear of their soiling the cushions of the cab. This is bad news for the "drunk or dying," who are left with the sole privilege of being trotted off to the nearest police-station on a stretcher.

The wise man had good reason for his reference to ants, especially if he meant the white kind. These cunning beasts have found out a use for that which to us is almost useless. What can a man do with rupees ! He cannot build a house of them, he cannot clothe himself with them, and nobody will give him a sovereign for ten. The white ant, however, has found that the rupee is good to eat. In a certain tehsil of a certain district the Government rupees were kept—as rupees often are—in a wooden treasure chest. One morning it was found that white ants had eaten through the bottom of this chest, and not only had they eaten the wood, but some hundreds of rupees were also missing. A sceptical magistrate, however, has asked for explanations, and suspended the treasurer.

The *Guzerat Mitra* thus delivers itself on love and matrimony :—

A few weeks ago the adopted son and heir of a wealthy Parsee gentleman was married to a beautiful girl, daughter of a gentleman well-known for his riches. It is apparent that such a precious girl should not have been married to this young man, if he had not been the adopted son and heir of a man of title and of wealth. We may be mistaken, and it may be that our view of the matter is wrong. But we agree with Aristotle when he has said that a wealthy man should, if possible, marry a poor girl. The community is benefitted by this, and a poor family may get some support from men whose wealth is many times over and above that which is necessary to supply their wants. The girl is likely to prove a devoted wife, and we have no doubt that she will possess excellent virtues that will not be found often in the houses of the rich. Also a girl of wealthy parents may better seek for a husband in schools and colleges, amongst blooming boys toiling for their maintenance and fighting hard the battle of life, than in the mansions of the great. In both cases there is some security of lasting happiness and love. What we say is not wrong that it is better to marry her or him who loves, who warmly loves, than one who loves not but is only loved. It is a mistake to suppose that in order to be loved it is only necessary to love. Unfortunately there are many important affairs in human life in which the experience or knowledge of one is of no avail to do good to another."

An American contemporary makes merry over England's Poet-Laureate. It says—"Tennyson has been ordered to write an ode to the Prince of Wales, and it is amusing to behold England's Poet-Laureate walk fretfully up and down his garden, and hear him mumbling, 'The Prince of Wales—favouring gales—spreading sails—tigers' tail—the people yearn—his return—our bosoms burn—our love he'll earn—we'll tyrants spurn—jungles—bungles—India—India—India—Ind-dia-dia' and then snap out, 'Oh, hang the ode !'"

It is said that the Viceroy, who draws Rs. 25,000 per mensem, or Rs. 3,00,000 per annum, is permitted to remit his savings home at the rate of 2*s.* 3*d.* the Rupee. He probably can save two-thirds of his pay, or Rs. 2,00,000 a year. The difference in the equivalent in sterling of this sum at 1*s.* 7*d.* and at 2*s.* 3*d.* would amount to £6,666, and for five years to £33,333.

It is now definitely settled that District Judgeships, if not District Magistrateships, will be conferred in future on Natives. There will be Benches in the Mofussil consisting of three Judges, two of whom, we believe, will be Natives. As by these Benches it is intended to lessen the number of appeals, the number of Judges in the High Court will be necessarily reduced.

Some Chinese officers, seven in number, have been sent to Berlin, and the Government has been asked to allow them to serve with the German army. The Emperor William has granted the request ; and the Chinamen will be gazetted to regiments, and also attend a course of lectures at the Military Academy. In some distant future Germany and China might be very useful to each other ; but the consolidation of the German and the regeneration of the Chinese empires have yet to be completed—the latter perhaps to be begun.

A contemporary says that Lord Napier of Magdala is in daily communication with the authorities at the India Office and the Horse Guards regarding the re-organization of the Indian army.

The *Rangoon Gazette* says that a letter from the Viceroy to the King of Burmah was delivered to His Majesty by his chief minister on the 14th instant. Colonel Duncan, the Resident at Mandalay, was not prepared to take his boots off, and the King would not receive him with them on, so His Excellency's letter had to be delivered by a foreign minister.

The *Spectator* cannot as yet see any ground for the confidence which some of its contemporaries feel, or affect to feel, in the immediate future of Turkey. When the weak voluptuary, Abdul Aziz, fell, mankind felt relieved, and justly, for there were three chances for the better government of Turkey. The first and best was that he might be succeeded by a great Sultan, a strong, calm man, who could make his will felt outside Constantinople. The second chance was the rise of a man to the Vizierate capable of preserving his position and of strengthening the Administration without borrowing, and spoiling, the ideas of the West. The third chance was the ascendency of a party strong enough to control the Sultans, to admit the whole body of Christians into the army—the only substantial guarantee for their just government—and to control the Administration through some assembly of notables, chosen irrespective of creed. Not one of these three chances has been realized. The new Sultan, though not yet maddened by unrestrained power and the consequent indulgence of caprice is obviously a weak man.

ACKNOWLEDGMENTS.

Subscriptions.

	Rs.	As.	P
S. V. Ram Row Esqr. Velingaman	2	8	0
Secry., Hindu High School Club Vizgapatam ...	5	0	0
C. Soobiah Esqr., Mercara	5	0	0
Carcherla Janmayya Naidu Esqr., Secundrabad	5	0	0
Narayan Krishna Dharap Esqr., Bombay ...	5	0	0

☞ *Printed and published by C. N. Roy No. 2, Ananda Chatterjee's Lane, Calcutta.*

হইবে। আজ কয়েক বৎসর অবধি গবর্ণমেণ্টের একটী কলঙ্ক উঠে যে তাহারা সম্বাদ পত্রের স্বাধীনতা হরণ করার যত্ন করিতেছেন। ক্যাম্বেল সাহেব এই কলঙ্কের সহায়তা করেন। ষ্টিফিন সাহেব সিডিশন য়্যাক্ট বিধিবদ্ধ করিয়া এবং পরে গবর্ণমেণ্ট সম্বাদ পত্রের যে অনুবাদ করিয়া থাকেন তাহা সাধারণ গোচর হইবে না এই রূপ নিয়ম প্রচার করিয়া এই কলঙ্কের আরো বৃদ্ধি হয়। সভ্যতম গবর্ণমেণ্টের এরূপ কলঙ্ক নিতান্ত শোচনীয়। ইহাতে শুদ্ধ ইংলিশ গবর্ণমেণ্টকে কলঙ্কিত করে না ইংরাজ জাতিও কলঙ্কিত হন। সুতরাং এই কলঙ্ক যাহাতে অপনয়ন হয় গবর্ণমেণ্টের এ রূপ কোন কার্য্য করা উচিত। যদি সম্বাদ পত্রের মাশুল পূর্ব্বাপেক্ষা কমে তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট স্পষ্ট সাক্ষ্য দিবেন যে এ দেশের সম্বাদ পত্রের উন্নতির পক্ষে তাহারা বাধা জন্মাইতেছেন না প্রত্যুত তাহার সহায়তা করিতেছেন। সম্বাদ পত্রের মাশুল কমাইলে গবর্ণমেণ্টের আর একটী লভ্য হইবে। এদেশে সম্বাদ পত্রের প্রচার বৃদ্ধি হইবে। সম্বাদ পত্রের প্রচার দ্বারা গবর্ণমেণ্ট অনায়াসে প্রজার মনের ভাব বুঝিয়া শাসন করিতে পারিবেন। অর্থ সম্বন্ধেও গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না বরং ইহাতে গবর্ণমেণ্টের লভ্য হইবার সম্ভাবনা। গবর্ণমেণ্ট সম্বাদ পত্রের মাশুল দুই পয়সা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া লাভ করিয়াছেন। এক পয়সা করিলেও ইহার বিপরিত ফল ফলিবে না। এখন শুদ্ধ সম্বাদ পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে না পাঠকের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। মাশুল কমিয়া গেলে উভয়ের সংখ্যা যে আরো বৃদ্ধি হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

গত শনিবার ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সার রিচার্ড টেম্পেল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাক্তার সরকার একটী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার সরকার ছয় বৎসর পরিশ্রম, যত্ন ও উদ্যোগ করিয়া তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ করিলেন। আমরা কায়মনে প্রার্থনা করি যে ডাক্তার সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যামন্দির হইতে শুভ ফল প্রসূত হউক।

ঢাকা জেলাস্থ জমিদারেরা নবাব আবদুল গনি মিয়ার বাটীতে একটী সভা করিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন যে লেঃ গবর্ণরের খাজনা সংক্রান্ত মিনিট সম্বন্ধে তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট এক খানি আবেদন করিবেন।

বেথুন সোসাইটী বিচারপতি ফিয়ারকে এক খানি অভিনন্দন পত্র দিয়াছেন এবং তাঁহার একটী প্রতিমূর্ত্তি রাখিবার নিমিত্ত উক্ত সোসাইটী দ্বারা অর্থ সংগৃহীত হইবে।

ইংলিশম্যান শুনিয়াছেন যে অতি শীঘ্রই হুগলী ও আর একটী জেলার সমুদয় রাজ কর্ম্মচারীর পদ বাঙ্গালিদিগকে প্রদত্ত হইবে।

বিজ্ঞাপন।

এত দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে সমুদয় ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থানে যে ৭০ লক্ষ ঘর সরাবক জৈনি ধর্ম্মাবলম্বীদের শ্বেতাম্বরী ও দিগম্বরী সম্প্রদায় আছে তাহার প্রতি ঘর হইতে মহারাজ জৈনি ভণ্ডর অন্যূন ২ টাকা করিয়া দান সংগ্রহ করিবেন। তবে যাহারা ইচ্ছা করিয়া বেশী দিবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই সংগৃহীত অর্থ আনুমানিক আড়াই কোটী টাকা হইবে এবং উহার বার্ষিক সুদ পনোর লক্ষ টাকা হইবে। উক্ত টাকার সুদ হইতে নিম্ন লিখিত চারিটী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইবে এবং বোর্ডের ডাইরেক্টর গণের অভিমতি ও বিবেচনা মত যে সকল স্থান উপযুক্ত হইবে সেই সকল স্থানে উক্ত অনুষ্ঠান সকল স্থাপিত হইবে।

১ম—মহারাজজৈনি বিদ্যালয় সমূহ। দ্বিতীয়—মন্দির সকল জীর্ণ সংস্কার ইত্যাদি। যে যে স্থানে মন্দির নাই সেখানে নূতন মন্দির গঠন, বার্ষিক রথ যাত্রা। সমুদয় ভারতবর্ষের মধ্যে যে যে স্থানে সরাবক ধর্ম্মাবলম্বী বাস করেন সেই সেই স্থানে বৎসরের মধ্যে একবার করিয়া রথ যাত্রা হইবে। ৩য়—মহারাজজৈনি চিকিৎসালয় সকল ঔষধ সকল এই রূপ সুন্দর মতে প্রস্তুত করা যাইবে যে কোন হিন্দু তাহা সেবন করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। ৪র্থ—দান, যথা অন্ধ, আতুর, নিরাশ্রয় বিধবা প্রভৃতিকে অর্থ দান।

উপরোক্ত ভণ্ডরের ডাইরেক্টর গণের সকলি ভদ্র লোক। ইহারা মুকসুদাবাদ, দিল্লী, সাহরণপুর, ফরক্কানগর, গোয়ালিয়র, জয়পূর, আমেদাবাদ, আজমীর, বোম্বাই, ইন্দোর, কলিকাতা প্রভৃতি সকল স্থানে বাস করেন।

লালা দয়ারাম দাস
সরাবক চৌধুরী।

ফাষ্ট জেনারেল ম্যানেজীং ডাইরেক্টর এবং সেক্রেটারি, মহারাজজৈনি ভণ্ডর।

মুকসুদাবাদ, দিল্লী ইত্যাদি।

সচিত্র একাধিক সহস্র রজনী, ২য় ভাগ।

প্রকাশ হইয়াছে। মূল্য ৭॥ টাকা ডাকমাশুল।০ আনা। আট ভাগে শেষ হইবেক। প্রতি ফর্ম্মা আধ আনা। ৮ ফর্ম্মা একত্র বাঁধা আধ আনা মাশুলে ডাকে যায়। গুপ্তপ্রেশ। ২৪ নং মিরজাফর্শ লেন, কলিকাতা।

আমার অনুবাদিত ও ক্রমশঃ প্রকাশ্য
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ২৪ শ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছে।
মুল্য মায় ডাকমাসুল ৬৸০
শ্রীগণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
আহিরীটোলা ষ্ট্রীট হরঢোলের লেন ২১ নং

ভূম্যধিকারীর প্রতি পরামর্শ।

বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারী মাত্রেরই এই পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। বহরমপুর গ্রাণ্টহলে, কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরি, সংস্কৃত ডিপজিটরী, নুতন সংস্কৃত যন্ত্র ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

মুল্য ।৵০ আনা, ডাক মাশুল /০ আনা।

CALCUTTA MUNICIPALITY.

The Chairman of the Commissioners regrets that owing to the great difficulty in passing a sufficient quantity of Water at this season of the year through the Filter Beds, the supply is inadequate for the requirements of the Town. Every endeavor is being made for keeping up the supply, and as the construction of four additional Filter Beds will shortly be completed, it is hoped that the inconvenience which th public suffer will soon be removed.

ROBERT TURNBULL,
Secretary to the Corporation
of the Town of Calcutta.

MUNICIPAL ELECTION.

Notice is heredy given that the list of qualified Voters and list of Persons qualified to be elected as Commissioners under Act IV. B.C. of 1876, has this day been posted up at the Police Station in each Ward, at the Town Hall, and at the Municipal Office, in the manner prescribed by Secton 19 of afores aid Act.

The following statement gives the number of qualified Voters in each Ward:—

Ward.	Voters.	Ward.	Voters.	Ward.	Voters.
No. 1.	—419	No. 7.	—225	No. 13.	—1[illegible]7
„ 2.	—787	„ 8.	—429	„ 14.	— 92
„ 3.	—400	„ 9.	—393	„ 15.	— 79
„ 4.	—431	„ 10.	—182	„ 16.	— 25
„ 5.	—512	„ 11.	—286	„ 17.	— 30
„ 6.	—642	„ 12.	—165	„ 18.	— 17
	3,191		1,680		370

Grand Total, 5,241*

The number of persons qualified to stand for election as Municipal Commissioners io 438. A copy of the list of persons qualified to be elected as Municipal Commissioners will be forwarded to each Voter, and each person qualified to be elected as a Commissioner will receive a copy of the list of qualified Voters.

ROBERT TURNBULL,
Secretary to the Commiss oners.

*The actual number of Voters, as shewn in the General Register, is 4,996. The difference is owing to persons entitled to vote in more Wards than one being entered in each Ward in which they are enttled to vote.

সংবাদ।

—এক জন ইংরাজ ওলাউঠা রোগ চিকিৎসার নিম্ন লিখিত প্রক্রিয়াটী প্রকাশ করিয়াছেন। ওলাউঠা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শিওর হইতে ২ হস্ত দূরে এক খানি মালসায় কয়লার আগুন করিতে হইবে। রোগীকে এরূপ স্থানে শোয়াইতে হইবে যে আগুনের তাপ বায়ু যোগে তাহার গায়ে আসিয়া লাগিতে পারে। তৎপরে মালসার উপর এক খানি মাটীর তাওয়া রাখিয়া সে খানি তপ্ত করিতে হইবে। তার পর সেই তাওয়ার উপর অর্দ্ধ ছটাক সামান্য গন্ধক রাখিতে হইবে। গন্ধক গলিয়া গেলে আগুন দিয়া জ্বালাইয়া দিতে হইবে। এই রূপে অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর গন্ধক জ্বালাইতে হইবে। রোগী যে ঘরে থাকে তাহার দ্বারাদি খুলিয়া রাখা উচিত, কিন্তু গন্ধকের ধূম যেন ঘরের বাহিরে না যায়।]

—পাইওনিয়ার বলেন সাগরস্থিত সৈন্যদলের এক জন গনার এক জন কুলীকে হত্যা করে। মৃত ব্যক্তির শব পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বলিয়াছেন যে প্লীহা ভেদ হইয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে!

—লেঃ গবর্ণর গত মঙ্গলবার রাত্রে রাণীগঞ্জে যাত্রা করিয়াছেন। তথা হইতে তিনি বাঁকুড়ায় যাইবেন।

—পুনানগরের হিন্দুরা একটি সাধারণ সভার আহ্বান করিয়াছেন। তথায় এই প্রস্তাব হইবে যে হিন্দুদের মধ্যে দ্বাদশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক বালিকারা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ না হয়।

—আমেরিকায় একটি নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। তাহাদের মতে প্রত্যেক পুরুষের দুইটী করিয়া বিবাহ করা উচিত, কিন্তু দুইটীর বেশী নহে।

—অধ্যাপক মোক্ষমূলার পূর্ব্বাঞ্চলীয় সমুদয় ধর্ম্ম শাস্ত্র সংগ্রহ করিতে ব্যাপৃত হইয়াছেন। উহা আট বৎসরের মধ্যে ২৪ খণ্ডে সংগৃহীত হইবে।

—দিল্লীতে একটী সূতা ও কাপড় বয়নের কল স্থাপিত হওয়ার কল্পনা হইতেছে।

—কয়েক বৎসর হইল মিসট্রেসটম কিন্স নামক এক জন তুর্কিস্থ ইংরাজ দোকানদার তাহার একটী সুন্দরী যুবতী ভাইঝিকে তাহার নিকট লইয়া আইসেন। তিনি তাহাকে তুর্কি ভাষা শিক্ষা দিতে থাকেন। যুবতী অতি বুদ্ধিমতী ছিলেন, তিনি অল্প দিনের মধ্যে তুর্কি ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। মিসট্রেস টমকিন্স নিজে তুর্কি ভাষা জানিতেন না, এই জন্য তাঁহার খরিদ বিক্রয়ের বড় সুবিধা হইত না। তাঁহার ভাইঝি উক্ত ভাষায় কথা বার্ত্তা বলিতে শিখায় নগরস্থ যাবদীয় ভদ্র মহিলা তাঁহার দোকানে আসিয়া জিনিষ পত্র ক্রয় করিতেন। তিনি এক দিন তাঁহার ভাইঝিকে বর্ত্তমান সুলতান মুরাদের অন্তঃপুরে কতক গুলি দ্রব্য সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়া দেন। কিন্তু যুবতী দ্রব্যাদি লইয়া মুরাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আর প্রত্যাগমন করিল না। এখন শুনা যাইতেছে যে উক্ত যুবতী মুরাদের চতুর্থ স্ত্রী হইয়াছেন।

—লেঃ গবর্ণর গত রবিবার বাবু দিগম্বর মিত্র ও শোভাবাজারের রাজা হরেন্দ্র কৃষ্ণ ও রাজা নরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটিতে আগমন করেন। রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর পীড়িত থাকায় তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইতে পারেন না।

—ইংরাজেরা ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তবাসী জাতি দিগকে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। পাঠকগণ আফ্রিডিসদিগের সহিত বিবাদের কথা অবগত আছেন। তাহাদের দমনার্থ সেখানে এক দল ইংরাজ সৈন্য স্থাপিত হয়। কিন্তু তাহা স্বত্বেও তাহারা নিকটবর্ত্তী ইংরাজ রাজ্যে উৎপাত করিতেছে।

—বোম্বাইস্থ কোন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার গেল সাহেব ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বাজার দেনা রাখিয়া পলায়ন করেন। তাঁহাকে ধরার জন্য ভারতবর্ষের নানা স্থানে এজেণ্ট নিযুক্ত হয়। সম্প্রতি তিনি লণ্ডনে ধরা পড়িয়াছেন।

—অযোধ্যাস্থ মাধয়া জমিদারির অধ্যক্ষ কোন প্রজার নামে একটি বাকি খাজানার মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। প্রজা বলে যে উক্ত জমিদারির গোমস্তা শিব প্রসাদের নিকট সে খাজানা দিয়াছে। আদালত প্রজার এই এজাহার গ্রাহ্য করিয়া মোকদ্দমা ডিস্‌মিস করেন এবং শিব প্রসাদকে উক্ত টাকার দায়ী করেন। তসিলদার এই মোকদ্দমার আপীল করিতে বলেন। কিন্তু ডেপুটি কমিশনার আপীলের হেতুবাদ পাঠ করিয়া আপীল না মুঞ্জুর করেন। শিব প্রসাদ এই 'না মুঞ্জুর' শব্দটীর "না" শব্দটী কাটিয়া ফেলিয়া তসিলদারকে দেখায় যে আপীল মুঞ্জুর হইয়াছে। শিব প্রসাদ জাল করা অপরাধে আদালতে অভিযুক্ত হয়। ফয়জাবাদের কমিশনার শিব প্রসাদকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ড দেন। তাঁহার মতে শিব প্রসাদ আইন মত ক্ষমতা না লইয়া অন্যের অপকার করিবার ইচ্ছায় এক খানি মিথ্যা দলীল প্রস্তুত করে। কিন্তু জুডিশিয়াল কমিশনার বলেন যে উক্ত পরিবর্ত্তন অন্যের অপকার করার ইচ্ছায় করা হইয়াছে বলা যাইতে পারে না। শিব প্রসাদ এক খানি মিথ্যা দলীল প্রস্তুত করিয়াছে বটে কিন্তু তাহা দ্বারা কোন ব্যক্তির অপকার হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আবার ইহাও বলা যাইতে পারে না যে সে কোন স্বত্ব স্থাপনার্থ উক্ত দলিল প্রস্তুত করে। জুডিশিয়াল কমিশনার শিব প্রসাদকে জাল করা অপরাধ হইতে মুক্ত দিয়া ১৮২ ধারানুযায়ী দণ্ড করেন।

—ইষ্ট বলেন যে ঢাকায় একটী ব্রাহ্ম মতে বিবাহ হইয়াছে। বরের নাম বাবু জগত চন্দ্র দাস, বি এল, বয়ক্রম ৩০ বৎসর, নিবাস মধ্য পাড়া, জেলা ময়মনসিং। তিনি আসামের এক জন ডেপুটী কমিশনার। পাত্রীর নাম সৌদামিনী দেবী, বয়ক্রম ১৬ বৎসর। ইনি ঢাকা জেলাস্থ ভাটপাড়ার বাবু কালী নারায়ণ গুপ্তের কন্যা, সিবিলিয়ান বাবু কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্তের ভগিনী। বিবাহ স্থলে ইংরাজ বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন।

—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির কৃষ্ণা জেলার কোন স্থানে কয়জন ব্যক্তি ৯ খান সোনা প্রাপ্ত হয়। তাহার মূল্য ৫৩২৪০ টাকা। তাহারা প্রথমতঃ ৪ খান পাইয়া কলেক্টর সাহেবকে সংবাদ দেয়। কালক্টর সাহেব তাহাদের দ্বারাই অনুসন্ধান করাইয়া আর ৫ খান পান। ১৮৩২ সালের ১১ আইন মত কলেক্টর সাহেব এবিষয় বোর্ডে রিপোর্ট করেন। বোর্ড বলেন ইহার বিচার জজ আদালতে হইবে। জজ সাহেব কোন বিচার করেন না। এখন গবর্ণমেণ্ট এই আদেশ করিয়াছেন প্রথম ৪ খান যাহারা বাহির করিয়াছিল তাহারাই পাইবে। অন্য ৫ খান গবর্ণমেণ্ট পাইবেন।

—মান্দ্রাজের কতক গুলি মুসলমান প্রকাশ করিতেছেন যে তাঁহাদের পক্ষে বিদেশীয় ভাষা বিশেষতঃ ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য। তাঁহারা বলেন ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ মুসলমান মাত্রেই কাফের বা বিধর্ম্মী। তাঁহারা এমন কথাও বলেন যে সকল মুসলমান ইংরাজি জানেন তাঁহারা অর্দ্ধ খৃষ্টান। তাঁহাদের কথায় অনেক মুসলমান তাঁহাদের পুত্র গণকে স্কুলে প্রেরণ করিতেছেন না। বঙ্গ দেশের মুসলমানেরা মান্দ্রাজের মুসলমানদের অপেক্ষা বুদ্ধিমান। তাঁহারা জানেন যে দেশের রাজা যখন ইংরাজ তখন ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করা হিন্দু মুসলমান উভয়েরই প্রয়োজন।

—মান্দ্রাজ টাইমস শুনিয়াছেন যে এক জন রুশিয় দূত কাবুলের আমীরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহাদের পরস্পরে গোপনে অনেক কথা হয়।

—হিন্দুহিতৈষিণী বলেন, পাটনার অহিফেনের এজেণ্ট আর এবরক্রম্বী সাহেব পেন্‌সন গ্রহণ পূর্ব্বক পদত্যাগ করিয়াছেন। আমরা শুনিলাম খাজে আসানুল্লা খাঁ বাহাদুর উক্ত সাহেবকে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের পদে মাসিক ১০০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়াছেন। ক্রম্বী সাহেব অনেক কাল ঢাকায় ছিলেন, ঢাকা তাঁহার প্রিয় স্থান সন্দেহ নাই। লোকেও তাঁহাকে ভাল বাসিত। এ, এবরক্রম্বী সাহেবেরও এখানে সমাধি হইয়াছে। যে হউক মাসিক ১০০০ টাকা বেতন দিয়া খাঁ বাহাদুর কেন এক জন ইংরেজ প্রভু আনিবেন, তাহাই আমাদের বিস্ময়ের বিষয় হইতেছে। তিনি নবাব সাহেবের পুরাতন বন্ধু, এই বলিয়া তাঁহাকে প্রতিপালন করা খাঁ বাহাদুরের অনুচিত কার্য্য হইবে না। কেহ২ বলেন ক্রম্বী সাহেব যে পেন্সন পাইয়াছেন তদ্দ্বারা তাঁহার নিত্য ব্যয় নির্ব্বাহিত হয় না, সুতরাং খাঁ বাহাদুরের কার্য্য স্বীকার করিয়াছেন। এ কথা সত্য হইলে সুখের বিষয়।

—হিন্দু রঞ্জিকা ভারতবর্ষের দুরবস্থার নিদান নামক একটি প্রস্তাব ইহাই বলিয়া শেষ করেনঃ—ভারতবর্ষের রোগ দেশাচার গত নিষ্ঠুর ব্যবহার নহে, আচার গত নিষ্ঠুর ব্যবহার পরায়ণ মুসলমান জাতি ভূমণ্ডলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের রোগ উপধর্ম্ম প্রবলতা নহে, উপধর্ম্ম প্রবণ রোমক জাতি ভূতলে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়া ছিলেন। ভারতবর্ষের রোগ তেজোবিহীনতা নহে, মহা তেজস্বী ইংরেজ জাতি ভারতবর্ষীয় জাতি বিশেষের তেজস্বী ভাবের প্রশংসা মুক্ত কণ্ঠে করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের রোগ, দেশের ভিন্ন২ ভাগের সমধর্ম্মশীলতার অসদ্ভাব। ভারতবর্ষ নামে একটী দেশ, প্রকৃতিতে নহে। ভারতবর্ষের প্রদেশ গুলি নামে এক একটী প্রদেশ, প্রকৃতিতে নহে। প্রদেশ ভাগ জেলা গুলি এক একটি জেলা, প্রকৃতিতে নহে। জেলার অন্তর্গত সমাজ গুলি নামে এক একটী সমাজ, প্রকৃতিতে নহে। এই প্রকৃতি বৈষম্যই ভারতবর্ষের মহা রোগ। ভারতবর্ষের ভিন্ন২ ভাগ যত দিবস সম প্রকৃতিক না হইবে, তত দিবস আমাদিগের রোগোপশমের সম্ভাবনা নাই।

—সিন্ধু দেশের জেকোবাবাদ জেলায় কোন এক গ্রামে এক জন মুসলমান একটী যুবতীর প্রতি আসক্ত হয়। ইহাতে তাহার স্ত্রী তাহাকে তিরস্কার করায় সে স্ত্রীকে হত্যা করে। এই হত্যার কথা প্রায় মাসাবধি গোপনে থাকিয়া পরে জেকোবাবাদের মুক্তিয়ারকারের কর্ণগোচর হয়। উক্ত কর্ম্মচারী কয়েক জন কনষ্টেবল ও তিন জন সওয়ার সঙ্গে করিয়া স্বয়ং হত্যাকারীকে ধৃত করিতে যান। তিনি উক্ত গ্রামে পেঁছিয়া হত্যাকারীকে ধৃত করেন কিন্তু পথে রাত্রি হওয়ায় রজ্জু দ্বারা তাহার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া তিনি নিকটস্থ পুলিষ ষ্টেশনে অবস্থিতি করেন। মুক্তিয়ারকার ও পুলিশের লোক সকল নিদ্রিত আছেন ইতিমধ্যে হত্যাকারী দাঁত দিয়া রজ্জু সকল ছিন্ন করিয়া বন্ধন মুক্ত হয় এবং এক জন কনষ্টেবলের কোষ হইতে এক খানি তরবার লইয়া নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে হত্যা করিতে থাকে। সে মুক্তিয়ারকারের শরীরে আঘাত করিবা মাত্র তিনি জাগিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। অন্যান্য সকলে পলায়ন করে। কেবল এক জন সওয়ার হত্যাকারীর পশ্চাৎ ভাগ হইতে তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে মুক্তিয়ারকারের ও মৃত্যু হয়। তাঁহার বিধবা স্ত্রী পতি বিরহে এমন কাতর হইয়া পড়েন যে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়। পরে মুক্তিয়ারকার ও তাঁহার স্ত্রীর শব একত্রে দাহ করা হয়।

—ইউরোপীয় জাতি সমূহ আফেরিকা দেশ উদ্ধার করিতে সংকল্প করিয়াছেন। ইউরোপীয়দের দ্বারা কোন দেশ উদ্ধারের সংকল্প পাঠকগণ বুঝিতে পারেন। ইউরোপের সুসভ্য জাতি সমূহ আফেরিকা দেশ বিভাগ করিয়া লইয়া সেখানে ইউরোপীয় শাসন প্রণালী সকল প্রবর্ত্তিত করিবেন, রাজ কার্য্যে ইউরোপীয় লোক সকল নিযুক্ত করিবেন, আফেরিকা দেশজাত দ্রব্যের পরিবর্ত্তে ইউরোপজাত দ্রব্য সকল প্রচলিত করিবেন, দেশবাসীগণ কোট পেণ্টুলন পরিধান করিয়া তাহাদের শ্যামবর্ণ ধবল করিয়া ফেলিবে, যদি তাহাদের স্ত্রীগণ ঘরে থাকে তবে তাহাদিগকে বাহিরে আনিবে; এবং আফেরিকা দেশ উদ্ধার হইয়া যাইবে। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ইউরোপীয় জাতিগণ সমবেত হইয়াছেন এবং বেলজিয়মের রাজা সমবেত মণ্ডলীর অধিপতি পদে বরিত হইয়াছেন।

—ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের প্রসীডেণ্ট গ্রাণ্ট সাহেব কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হইবেন। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া কিছুকাল অবস্থিতি করিবেন।

—মহীশূরে এবার অন্নের অসচ্ছলতা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মহাশূরের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ এই নিমিত্ত তথাকার কর্ম্মচারীগণের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন।

—কলিকাতার নূতন মিউনিসিপাল আইন মত ইলেকসন সম্বন্ধীয় ছাপা ইত্যাদির খরচ পত্র বাবদ জষ্টিশেরা (এখন কমিশনারেরা) ৫ হাজার টাকা মুঞ্জুর করিয়াছেন।

—গঙ্গার ধার দিয়া যে ষ্ট্রামওয়ে প্রস্তুত হইতেছে তাহা বাগবাজারের মিউনিসিপাল রেলওয়ে লাইনের সহিত যোগ হইবে। পোর্ট কমিশনারেরা মিউনিসিপাল রেলওয়ে রাস্তার উপর দিয়া যত গাড়ি চালাইবেন তাহার প্রতি গাড়িতে প্রতিবারের জন্য মিউনিসিপালিটীকে ।।০ আনা করিয়া দিবেন।

—ষ্টেটস্‌ম্যান বলেন যে একটি সুন্দরী যুবতী কলিকাতায় কোন ব্যাঙ্কে কার্য্যোপলক্ষে গমন করেন। ব্যাঙ্কের এক জন বড় সাহেব যুবতীকে দেখিয়া মোহিত হন। যুবতী কিছু জানিতে পান না। তিনি ব্যাঙ্ক হইতে চলিয়া আসিলে সাহেব এক খানি পত্র লিখিয়া এক জন পেয়াদাকে বিবির নিকট পাঠাইয়া দেন। সে পত্রে কুকথা সকল লেখা ছিল। কিন্তু যুবতীর স্বামী ছিলেন। পেয়াদা পত্র খানি স্বামীর হস্তেই প্রদান করে। স্বামীর এক খানি ভাল রকমের লাটী ছিল, তিনি পত্র খানি পড়িয়া সেই যষ্টি খানি হস্তে করিয়া ব্যাঙ্কে গিয়া উপস্থিত হন। পত্রের লেখক ব্লাঙ্ক সাহেব। ক্রোধে কম্পিত স্বামী ব্লাঙ্ক সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি উক্ত পত্র লিখিয়াছেন কি না। ব্লাঙ্ক সাহেব অম্লান বদনে পত্র লেখার বিষয় অস্বীকার যান। কিন্তু স্বামী ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে ব্যাঙ্কের সমুদয় পেয়াদাকে ডাকিতে বলেন। পেয়াদারা উপস্থিত হইলে স্বামী পত্রবাহক পেয়াদাকে জিজ্ঞাসা করেন যে সে কাহার নিকট হইতে পত্র পাইয়াছিল। সে ব্লাঙ্ক সাহেবকে দেখাইয়া দিল। ব্লাঙ্ক আর কি করেন স্বামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। স্বামী অগত্যা ক্ষমা করিতে বাধ্য হইলেন।

—সুরাটে একটি ইংরাজ দম্পতী সুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন।

—আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে বঙ্গদর্শন পত্র খানি উঠিয়া গিয়াছে।

—সম্বাদ ভাস্কর পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে। আমরা উহার প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি।

—গত কয় মাস হইতে কলিকাতায় সোণার বাজার চড়িয়া উঠিয়াছে। এখন পাকা চিনে সোণার ভরি ২০৲ টাকা করিয়া বিক্রয় হইতেছে। বাজারে সোণার আমদানি নাই।

—গবর্ণর জেনারেল ব্রহ্ম দেশের রাজাকে এক খানি পত্র লিখেন। রীতিমত তত্রত্য ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের সে পত্র রাজ সমীপে উপস্থিত করা উচিত। কিন্তু ব্রহ্ম দেশের রাজ সমীপে কেহ জুতা পায় দিয়া উপস্থিত হইতে পারেন না। ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট ডন্‌কান সাহেব জুতা খুলিয়া রাজ দরবারে যাইতে স্বীকৃত হন না। সুতরাং গবর্ণর জেনারেলের পত্র ব্রহ্ম দেশীয় রাজ মন্ত্রীর দ্বারা অর্পিত হয়।

—লক্ষ্ণৌয়ের সিংহাসনচ্যুত নবাবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের পীড়া হয়। বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য তাঁহার লক্ষ্ণৌয়ে কিছু কাল অবস্থিতি করা পরামর্শ হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বেশী দিন লক্ষ্ণৌয়ে থাকিবার আদেশ দিতে পারেন না। তিনি কেবল ১৫ দিন মাত্র লক্ষ্ণৌয়ে অবস্থিতি করিতে পারিবেন।

—আমেরিকার ফিলেডেলফিয়া নগরে সম্প্রতি যে শত বার্ষিক মেলা হয়, তাহা চারি সপ্তাহ পর্য্যন্ত ছিল এবং সেখানে প্রতি দিন গড়ে ৩০ হাজার লোক করিয়া উপস্থিত হইত।

—যুবরাজ ভারতবর্ষে যে সকল জীব জন্তু, দ্রব্য উপহার প্রাপ্ত হন সে সমুদয় সাধারণের দৃষ্টি গোচরার্থে লণ্ডনস্থ ভারতবর্ষীয় চিত্রশালিকায় রক্ষিত হইয়াছে এবং লোকে অতি আগ্রহ সহকারে সে সমুদয় দেখিতে যাইতেছে।

—চিন দেশীয় সাত জন কর্ম্মচারী জর্ম্মনীতে গমন করিয়ছেন এবং তত্রত্য গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে জর্ম্মান সৈন্যে প্রবেশ করিয়া কার্য্য করিতেছেন।

—আমেরিকার প্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ অধ্যাপক হুইটনি সাহেব ভারতবর্ষে আসিয়া কিছু কাল অবস্থিতি করিয়া ভাষা সম্বন্ধীয় গবেষণা করিবেন সংকল্প করিয়াছেন।

—এক জন চীন দেশীয় ব্যক্তি আমেরিকায় সম্প্রতি একটি বক্তৃতা করিয়া বলেন যে চীন দেশে যে সকল অমঙ্গল ঘটীয়াছে তাহার মূলীভূত কারণ পাদরী সাহেবরা।

—অষ্ট্রেলিয়ার সমুদ্রতীরস্থ কোন নগরে টরণবুল নামক এক জন সাহেব ভ্রমণ করিতে যাইয়া দেখেন যে সেখানকার দরিদ্র লোকের বালিকারা অতি সুন্দর সুন্দর মুক্তা পরিধান করে। দরিদ্র ব্যক্তিরা এত বহু মূল্য মুক্তা কোথায় পাইল সাহেব কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করায় সে তৎক্ষণাৎ সমুদ্র জলে ডুব দিয়া কতক গুলি মুক্তা উত্তোলন করিল। সাহেব ইহাই দেখিয়া বাটী আসিয়া নৌকা ও অন্যান্য আসবাব লইয়া উপরোক্ত স্থানে মুক্তা তুলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

—ডেলীনিউস বলেন যে লেঃ গবর্ণর প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপককে এ দেশের ভিন্ন ভিন্ন আম্রের রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে আদেশ করিয়াছেন।

—জনরব যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের খরচ কমাইবার জন্য শীঘ্রই কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা মনোযোগী হইবেন। এটী একটী শুভ সংবাদ, কেননা ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তে বহুল পরিমাণে এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত না করিলে আয় ব্যয় লাঘব করা যাইতে পারিবে না।

—১৮৫৭ সাল হইতে ১৮৭৪ সাল পর্য্যন্ত ৭৭০০ ব্যক্তি কর্ম্মোদ্দেশে ব্রিটীশ গায়েনা দেশে গমন করে।

—মান্দ্রাজের এক খানী সংবাদ পত্র বলেন যে সার সালার জঙ্গ শীঘ্রই ইংলণ্ড হইতে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তিনি বেরার রাজ্য সম্বন্ধে সেখানে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।

—লেঃ গবর্ণর গত শনিবার মুর্শিদাবাদ ও কৃষ্ণনগর পরিদর্শন করিয়া গত শনিবার কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। মুর্শিদাবাদে তিনি নবাবের বাটী ও কাশীমবাজারে মহারাণী স্বর্ণময়ীর বাটীতে গমন করেন। বহরমপুরে তিনি রোটাস জাহাজের উপর ইউরোপীয় ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করেন। তৎপর লেঃ গবর্ণর কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হন। সেখানেও সম্ভ্রান্ত লোকেরা আহুত হন। তাঁহার কৃষ্ণনগর কলেজ পুনঃ স্থাপনের জন্য ছাত্রেরা তাঁহাকে এক খানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করে।

—পারস্যের সাহা পুনরায় ইউরোপ পরিদর্শনে যাত্রা করিবেন। এবার তিনি রাজবেশে যাইবেন না, সামান্য ব্যক্তির মত দেশ ভ্রমণ করিবেন।

—আমাদের ব্যবস্থাপক মন্ত্রী হবহাউস সাহেবের কার্য্যের সময় আগামী মার্চ্চ মাসে উত্তীর্ণ হইবে এবং তিনি সেই সময় ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

—লণ্ডনে একটী ভারতবর্ষীয় চিত্রশালিকা নির্ম্মিত হইবে। উহা নির্ম্মাণের ব্যয় ভারতবর্ষীয় রাজকোষ হইতে দেওয়ার প্রস্তাব হইতেছে। ভারতবন্ধু ফসেট সাহেব এই প্রস্তাবের বিরোধী। তিনি বলিতেছেন যে লণ্ডনের চিত্রশালিকার জন্য ভারতবর্ষীয়দের নিকট হইতে অর্থ লওয়া নিতান্ত অন্যায়।

—পরিমিটে জাহাজ হইতে মাল তোলা হইলে কষ্টম হাউসের পরীক্ষকেরা দ্রব্যের মূল্য যাচাই করেন এবং সেই যাচাই মূল্যের উপর গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য শুল্ক নির্দ্ধারিত হয়। ইতিমধ্যে ইটালীদেশীয় কোন হাউসের এক বাক্স পলা আইসে। উক্ত মাল যাচাই হওয়ার পূর্ব্বে তাহার গোপনে উক্ত বাক্স হইতে ১৫০০ টাকা মূল্যের কতকগুলি পলা বাহির করিয়া লন। শেষে ধরা পড়ায় উক্ত হাউসের কিছু অর্থ দণ্ড হইয়াছে।

—মিউনিসিপ্যালিটীর দুর্দ্দশা সর্ব্বত্রই সমান। একটী ভারি বৃষ্টি হইলে কলিকাতার অধিক সংখ্যক রাস্তা সকল দিয়া যে রূপ স্রোত বহিতে থাকে বোম্বাইয়েও সেই রূপ। সম্প্রতি তথায় উপর্য্যুপরি কয় দিন বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তা সকল জলে প্লাবিত হইয়া পড়ে।

—১৮৫৯ সালের ৮ আইন সংশোধনার্থ বহু দিন হইতে একটী আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া আছে। পাইওনিয়ার বলেন যে সত্বর উক্ত পাণ্ডুলিপি বিধিবদ্ধ হইবে।

—ভারতবর্ষ জাত চা রুশির অধিকৃত মধ্য আশিয়ার রাজ্য সমূহে অধিক প্রচলিত হইতে না পারে এই উদ্দেশে রুশিয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত দ্রব্যের উপর শুল্ক নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশে মাঞ্চেষ্টারের কাপড় যাহাতে অধিক প্রচলিত হয় গবর্ণমেণ্ট এই উদ্দেশে শুল্ক উঠাইয়া দিতেছেন।

—বাবু অবিনাশ চন্দ্র মিত্র ও নগেন্দ্র নাথ ঘোষ নামক আর দুই জন বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার হইয়া আসিতেছেন।

—সিংহল দ্বীপে এক জন প্রসূতী তাহার ছয় বৎসর বয়স্ক একটি বালককে বাটি দেখিতে না পাইয়া নিকটস্থ জঙ্গলে অনুসন্ধান করিতে যায়। তথায় গিয়া দেখে যে শিশু একটি কেউটা সাপের সহিত খেলা করিতেছে। প্রসূতী ভীত হইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া প্রতিবাসী কয়েক জনকে সঙ্গে লইয়া যায়। তাহারা গিয়া দেখে তখন ও বালকটী সাপের সহিত খেলা করিতেছে। তাহারা সর্পকে অন্য দিকে আকৃষ্ট করার জন্য একটু দূরে কতক গুলি ডিম্ব ফেলিয়া দেয়। সর্প ডিম্বের দিকে না তাকাইয়া বালকটীকে দংশন করিয়া গর্ত্তের মধ্যে চলিয়া যায়। ক্ষণ কাল পরে বালকটীর মৃত্যু হয়।

—পৃথিবীতে যত আশ্চর্য্যজনক বস্তু আছে ফিলেডেলফিয়ার শত বার্ষিক মেলায় সে সমুদয় সংগৃহিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ডেবিড নেভার নামক চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্ক একটী বালক প্রদর্শিত হয়। বালকটি উচ্চ ৪৷৷০ হাত, তাহার গর্দ্দান ২৷৷০ হাত এবং উরু দেশের উপরিভাগ ৪৷৷০ হাত প্রশস্ত। সে ওজনে প্রায় ৬ মন।

—ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট সুয়েজ খালের দুই মুখে দুই খানি রণতরী রাখিবার সংকল্প করিয়াছেন। ইহার কারণ কিছুই নির্দ্দেশ করা হয় নাই।

প্রেরিত।

সোমড়া হইতে পাঁচপাড়ার রাস্তা।

জেলা হুগলী ইউনিয়ন বলাগড়ীর অন্তর্গত সোমড়া, সুখড়িয়া ইত্যাদি গ্রামের সহিত পাঁচপাড়া ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অতি নিকট সম্পর্ক; অর্থাৎ প্রত্যহ লোক জন, গাড়ী, পালকী ইত্যাদি সোমড়া হইতে পাঁচপাড়া ও পাচপাড়া হইতে সোমড়া যাতায়াত করিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ দুই গ্রামের মধ্যে কোন রাস্তা নাই। মধ্যে প্রায় এক ক্রোশ বিস্তৃত একটী মাঠ আছে। অপামর সাধারণ ব্যক্তিবর্গ কথঞ্চিৎ মাঠ দিয়া গমনাগমন করিয়া থাকে। কিন্তু গাড়ী পালকী ইত্যাদি যাইতে হইলে বলাগড় দিয়া ঘুরিয়া যাইতে হয়। সোমড়া ইত্যাদি গ্রাম হইতে বলাগড় দেড় ক্রোশ এবং বলাগড় হইতে পাঁচপাড়া দেড় ক্রোশ। সুতরাং এক ক্রোশের স্থলে তিন ক্রোশ ঘুরিয়া যাইতে হয়। গাড়ী পালকী ইত্যাদি মাঠ দিয়া যাইতে পারে না; বিশেষতঃ এই বর্ষাকাল ইহাতে গাড়ী পালকীর কথা দূরে থাকুক মনুষ্যের গতিবিধিও সুকঠিন। ঐ মাঠের উভয় পার্শ্বস্থ গ্রামবাসীদিগের যে কত দূর কষ্ট তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতে পারিবেন। আমরা মাঠের উভয় পার্শ্বের গ্রাম সমূহের মধ্যে কেবল সোমড়া ও পাঁচপাড়ার নামোল্লেখ করিলাম তাহার কারণ এইযে অন্যান্য গ্রাম অপেক্ষা ঐ দুই গ্রাম প্রান্তভাগে অবস্থিত। সোমড়া হইতে পাঁচপাড়া ও বলাগড় যত নিকট অন্যান্য গ্রাম হইতে তাহা অপেক্ষা ক্রমেই দূর। সুতরাং তাহাদিগের আরও কষ্ট। সোমড়া হইতে পাঁচপাড়ায় এবং পাঁচপাড়া হইতে সোমড়ায় গাড়ীতে কোন জিনিস পাঠাইতে হইলে এক ক্রোশের স্থানে তিন ক্রোশের ভাড়া দিতে হয়, আবার অন্যান্য গ্রামবাসীদিগের অর্থাৎ বাকীপুর, নাটাগড়, পাইগাছি, দিগড়া, ঘোষপুকুর, মসড়া, তিওরনই ইত্যাদি স্থানের অধিবাসীদিগকে তদপেক্ষা আরও অধিক দিতে হয়। ইহাতে এক গাড়ীতে যত মূল্যের জিনিস ধরে, প্রায় সেই মূল্য ভাড়ায় দিতে হয়। গ্রামবাসীদিগের কষ্টের অবধি নাই এবং সামান্য বিষয়ে খরচও যথেষ্ট হইয়া থাকে। এমন কি কোন ক্রিয়া উপলক্ষে অথবা অন্য কোন কারণে আত্মীয় স্বজনের বাটী যাইতে হইলে অথবা পরিবারাদি পাঠাইতে হইলে সকল ভদ্র লোকেই অস্বীকার করিয়া থাকেন। একে পথের কষ্ট দ্বিতীয়তঃ খরচান্ত, কোন দিকেই সুখ নাই। আবার মোকদ্দমাদি উপলক্ষে হুগলী যাইতে হইলে ঐ পাঁচপাড়া গ্রামের ভিতর দিয়া ভিন্ন যাইবার অন্য পথ নাই। সুতরাং মোকদমাকারীদিগকে জল, রৌদ্র, কর্দ্দম কিছুই জ্ঞান না করিয়া দিবসে, রাত্রে মাঠের উপর দিয়া যাইতে হয়। আবার এই বর্ষাকালে মাঠে অত্যন্ত সর্পের ভয় হইয়া থাকে। পথিকদিগের নিজ কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা বশতঃ সে বিষয়ে জ্ঞান শূন্য হইয়া যাইতে হয়, এবং এই রূপে প্রতি বৎসর দুই একটা কাল গ্রাসেও পতিত হইয়া থকে। পথিকদিগের যে কত কষ্ট তাহা একবার হুগলীর রোডসেশ কমিটি বিবেচনা করিয়া যদ্যপি সোমড়া, সুখড়িয়া, কোলড়া, বাকিপুর, নাটাগড়, দিগড়া, পাইগাছি, ঘোষপুকুর, মসড়া, তিওরনই, কানপাড়, পাঁচপাড়, হাসিমপুর, কবুড়া, প্রতাপপুর ইত্যাদি গ্রাম সমূহের অধিবাসীদিগের প্রতি কৃপাবলোকন পূর্ব্বক সোমড়া গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে মাঠের দিকে যে রস্তাটী আছে সেই রাস্তা হইতে একটী রাস্তা বাহির করিয়া দক্ষিণাভিমুখে ঠিক মোজা পাঁচপাড়া পর্য্যন্ত একটী রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তবেই উহারা এই অপার দুঃখ ও ক্লেশ হইতে এবং অনর্থক অপরিমিত খরচ হইতে অব্যাহতি পায়, নতুবা অন্য উপায় নাই। রাস্তাটী ঠিক সোজা করিলে দুই মাইলের অধিক হইবে না। বরং ন্যূন হইবে।

সন ১২৮৩ সাল তাং ২রা শ্রাবণ। } উল্লিখিত গ্রাম সমূহের অধিবাসীগণ।

পুলিশের অত্যাচার।

মহাশয়।

পুলিশের আর একটী শোচনীয় অত্যাচার দেখুন। যখন এ রূপ অন্যায় এ রূপ যথেচ্ছাচার প্রায়ই হইতে লাগিল, তখন আর ভদ্র লোকের মান সম্ভ্রম থাকা দুরূহ। সম্পাদক মহাশয় নিম্ন লিখিত ঘটনাটী আপনার পত্রিকায় স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

৯ই জুলাই তারিখে রবিবার দিনে এক জন দেশীয় ভদ্র লোক এক ভাড়াটীয়া গাড়িতে দমদমা হইতে বারাসত যাইতে ছিলেন। পথি মধ্যে কোন স্থানে তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া বিশ্রামার্থ পথ পার্শ্ববর্ত্তী এক দোকানে প্রবেশ করেন। তন্নিকটে একটী থানা ছিল। তিনি দোকানে প্রবিষ্ট হইলে অল্প ক্ষণ পরে দেখিলেন, এক জন কনেষ্টেবল তাঁহার গাড়ি খানি গাড়োয়ান সহ থানার দিকে লইয়া যাইতেছে। গাড়ী খানি দোকান হইতে দুই হস্তের অধিক দূরে ছিল না। সেই সময়ে থানার জমাদার সাহেব রাস্তায় এক খানি খাটিয়ার উপর উপবিষ্ট ছিলেন। ভদ্র লোকটি কনষ্টেবলকে এই রূপ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল "জমাদার সাবকো হুকুম।" তিনি এ বিষয়ের নিগূঢ় কারণ অবগত হইবার অভিলাষে এবং গাড়ী হইতে আপনার ছাতা লইবার জন্য জমাদার সাহেবের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে জমাদার সাহেব উত্তর করিলেন, "গাড়ী রাস্তার উপর ছিল, সেই জন্য ধরা হইয়াছে।" কিন্তু সম্পাদক মহাশয় ইহার যথার্থ কারণ বোধ হয় আপনি বুঝিয়াছেন। ভদ্র লোকটী কহিলেন গাড়ী ত রাস্তা আটক করে নাই, রীতি মত ইহা এক পার্শ্বে রাখা হইয়াছিল, ইহাতে জমাদার সাহেব বিরক্ত হইয়া কহিলেন, 'তুমি এখান হইতে যাও' 'তোমার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।" এই সময়ে এই অবস্থায় ভদ্র লোকটি আপনাকে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত দেখিতে লাগিলেন, কারণ সন্ধ্যা আগত প্রায়, এবং আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, কি রূপে গন্তব্য স্থানে যাইবেন ভাবিতে২ এ দিক ও দিক বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে দূর হইতে এক খানি গাড়ী সেই স্থানের দিকে আসিতেছে দেখিতে পাইলেন। গাড়ী নিকটে আসিলে, তিনি দেখিলেন, দুই জন ভদ্র আরোহী তাহাতে উপবিষ্ট আছেন, আরোহী দ্বয়ের মধ্যে এক জনের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল, এবং আরোহীরাও বারাসতে যাইতে ছিলেন। ঐ পরিচিত ব্যক্তি তাঁহার অবস্থা শুনিয়া তাঁহাকে আগ্রহের সহিত আপনার গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন। এই সময়ে ধৃত শকটের চালক আসিয়া কাতর ভাবে তাঁহাকে কহিল, আপনি চলিলেন আমি এক্ষণে কি করি? তাহাতে তিনি তাহাকে কহিলেন, যে, জমাদার তোমাকে অন্যায় কষ্ট দিতেছে। তুমি তাহার নামে নালিশ কর, আমি তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিব। জমাদার সাহেব তাহা শুনিতে পাইয়া কহিলেন, 'পাকড়ো শালাকো' 'জল্‌দি পাকড়্ লে আও।' তৎ ক্ষণাৎ এক জন কনষ্টেবল আসিয়া সেই লোকটীর হস্ত ও গলা ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইল। এই আকস্মিক বিপদে তিনি হত জ্ঞান প্রায় হইলেন, এবং কিয়ৎকাল পরে প্রকৃতিস্থ হইলে, জমাদারকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ও তাহাকে সাবধান হইতে বলিলেন। তাহাকে জমাদার সাহেব সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতি সাধু ভাষার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভদ্রতার অনুরোধে আমরা এ স্থানে আর তাহা ব্যক্ত করিলাম না। যাহা হউক ইহার পর জমাদার সাহেব হুকুম দিলেন "শালাকো গারদ্‌মে লে যাও।" এই হুকুম পাইবা মাত্র জন কয়েক কনষ্টেবল তাঁহাকে ধরিয়া হেছড়াইয়া লইয়া চলিল। সম্পাদক মহাশয় এই সময়ে পুলিশ ভদ্র লোকটীর উপর কি প্রকার ব্যবহার করিয়া ছিলেন, তাহা আপনি অনুমান করিতেও পারেন না। এই সকল ঘটনার পর ভদ্র ব্যক্তিকে সেই রাত্রেই দমদমায় চালান করিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু তথায় নির্দ্দোষী প্রমাণ হওয়াতে মুক্তি লাভ করিলেন। এক্ষণে তিনি আলিপুরের ডিষ্ট্রিক্‌ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট জমাদারের নামে অভিযোগ করিয়াছেন, মকদ্দমা অদ্যাপি বিচারাধীনে আছে। আর আমরা অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। পরিশেষে বক্তব্য এই, আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম যে, জমাদারকে কিছু না বলিলে জমাদার এ রূপ ব্যবহার করিয়াছে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা প্রথম বিশ্বাস করেন নাই। বাস্তবিকও এ রূপ অনেক ঘটনা যদি আমরা না জানিতাম, তাহা হইলে আমাদেরও হঠাৎ বিশ্বাস হইত না। সে যাহা হউক দেখা যাউক বিচারে কি হয়।

বশম্বদ

শ্রীঃ—

বহরমপুরে লেঃ গবর্ণরের আগমন।

১১ই শ্রাবণ মঙ্গলবার শ্রীযুক্ত লেপটেনেণ্ট গবর্ণর মহোদয় আজিমগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেশন অবতীর্ণ হইয়া বহরমপুর গমন করেন। তাঁহার সম্মানার্থ আজিমগঞ্জ, বালুচর, নশিপুর, মুর্শিদাবাদ, কাশিম বাজার ও বহরমপুরের যাবতীয় ভদ্রাভদ্র লোক ষ্টেশনে আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। আজিমগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুর ষ্টেশন ঘর হইতে ভাগীরথীর তীর পর্য্যন্ত সুবর্ণ নির্ম্মাণ এবং তাহার পার্শ্বে নানাবিধ উৎকৃষ্ট পুষ্প বৃক্ষযুক্ত গামলা ও কদলীবৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ রূপে স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং চিকিৎসালয় চেয়ার বেঞ্চ প্রভৃতিতে সুশোভিত করেন। উক্ত রায় বাহাদুরের দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দাস এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল মজুমদার মহাশয়ের প্রার্থনানুসারে তিনি চিকিৎসালয়ে প্রবেশ করিয়া অন্যূন ১০/১২ মিনিট পরে বহির্গত হইয়া বাষ্পীয়পোতে আরোহণ করেন।

প্রোক্ত ষ্টেশনে মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান নবাবের পুত্র, গবর্ণরের অভ্যার্থনার্থ উপনীত ছিলেন। তাঁহার অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া গবর্ণর সাহেব চকের প্রসিদ্ধ সহস্রদ্বারী গৃহে প্রবেশ করেন। চকে উপস্থিত মাত্র সম্মানসূচক চতুর্দ্দশ তোপধ্বনি ও রাজবর্ত্ম হস্তী, অশ্ব পদাতি সমূহে সুশোভিত হইয়াছিল।

১২ই শ্রাবণ বুধবার গবর্ণর বাহাদুর বহরমপুরে এক দরবার করেন। তাহাতে অনেকানেক ইউরোপীয়, রায় বাহাদুর ও এদেশীয় প্রধান২ বড় লোক উপস্থিত ছিলেন। গবর্ণর প্রায় সকলেরই সহিত প্রিয় সম্ভাষণ ও শেকেন্দ করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহার অভিমতে আজিমগঞ্জবাসী ওশয়াল (কেয়ে) বাবুদিগের পাঁচ খানি ছিপের (এক প্রাকার দীর্ঘাকার নৌকাবিশেষের) লড়াই দেখেন। তন্মধ্যে রায় ধন পৎ সিংহ বাহাদুরের সিপাই জয়ী হয়।

রেলওয়ে ষ্টেসন মাষ্টাদের কষ্ট।

রেলওয়ে ষ্টেসন মাষ্টারদিগের প্রায় ছুটি নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং তাহাদের মধ্যে অনেককে সন্তান সন্ততি ও পরিবার নিকটে রাখিতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সকল ষ্টেসনে বিশেষ ছোট রকমের ষ্টেসনে পরিবার লইয়া বাসোপযুক্ত গৃহ নাই। কোথাও কেবল মাত্র আফিষ ঘর কোন ষ্টেসনেও বা তদ্ব্যতিত আর একটী ছোট কুঠরী; ইহার মধ্যে ষ্টেসন মাষ্টারদিগকে অতি কষ্টে কাল যাপন করিতে হয়। তবে যাহারা বড় ষ্টেসনে থাকেন তাহাদের মধ্যে ঐ কষ্ট কতক গুলিকে অনুভব করিতে হয় না। কিন্তু ইংরাজ ষ্টেসন মাষ্টারদিগের জন্য অবশ্য আলাহিদা নিয়ম, তাহাদিগের প্রচুর গৃহ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় সমস্তই আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য নেটিবের অদৃষ্টে সে সুখ হইতে পারে না, তাহারা ইহার প্রত্যাশাও করেন না। আবার তাহাদিগের কার্য্যে যে প্রকার কঠিন নিয়ম ও ঝুঁকি তাহাতে যে তাহারা নিকটবর্ত্তী গ্রামের ভিতর বাসা করিয়া পরিবার লইয়া সুস্থ থাকিবেন এমতও কোন মতে হইতে পারে না, সুতরাং অনেকের অদৃষ্টে বিবাহ করা বা না করা সমান হইয়া উঠে। রেলওয়ে কোম্পানি বলিতে পারেন যে তাহারা কেন নিজে গৃহ নির্ম্মাণ করেনা? ইহা অতি কষ্টে হইতে পারে, কষ্টে কেননা তাহারা সামান্য বেতন ভোগী, সহজেই আহারের সংকুলান হওয়া ভার, অন্ততঃ পরিবার লইয়া বাসোপযুক্ত একটি বাটী নির্ম্মাণ করিতে হইলে বিশেষ অসুবিধা হয়। একষ্ট সত্বেও তাহারা স্বীকৃতআছে যদ্যপি তাহাদের না বদ্‌লি হইতে হয়। ফলতঃ ইহা করিতে হইলে অনেকের পক্ষে নানা প্রকার অসুবিধা ও ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। আমি ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানির ষ্টেশন মাষ্টারদিগের কথা বলিলাম।

অবশেষে আপনাকে সবিনয়ে অনুরোধ এই যে, যাহাতে এই রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা উপরোক্ত অভাব দূর করেন, অর্থাৎ প্রতি ষ্টেসনে দুইটী করিয়া ঘর একটী পাকশালা ও একটি পাইখানা নির্ম্মাণ করিয়া দেন এমত গোচর করিলে নিতান্ত বাধিত থাকিব।

নিতান্ত অনুগত

এক জন ভুক্তভোগী।

পুলিস অত্যাচার।

সম্পাদক মহাশয়,

গত ৭ই জুলাই ছাপরা জেলায় যে পুলিসের অত্যাচার হইয়া গিয়াছে তাহার শেষ যে কি হইবে বলা যায় না। সংপ্রতি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের বিচারে পুলিস ইনেস্পকটর নারায়ণ সিংহ দোষী সপ্রমাণ হইয়া দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত সস্পেণ্ড হইয়াছে, এবং যে ব্যক্তি গায়ন্দা হইয়া ধরাইয়া দিয়া ছিল তাহাকে ধৃত করিবার আদেশ হইয়াছে। আপাততঃ সে ব্যক্তি ফেরার হইয়াছে। আর বাবু শঙ্কর প্রসাদ বিচার কর্ত্তার সবিচারে নির্দ্দোষী সপ্রমাণ হওয়ায় তিনি নিস্কৃতি পাইয়াছেন। এক্ষণে বাবু শঙ্কর প্রসাদ তাহার ইজ্জতের দাবির অভিযোগ করিবেন তাহার তদ্বির করিতেছেন। তিনি যেরূপ সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার দাবি পুরণ করিতে হইলে সিংহ মহাশয়ের একেবারে গোল্লায় যাইতে হইবে।

শ্রীঃ—

বিজ্ঞাপন।

শরৎ—সরোজিনী নাটক।

দ্বিতীয় সংস্করণ! দ্বিতীয় সংস্করণ !!

দ্বিতীয় সংস্করণ !!

মুল্য ১৶০, ডাকমাশুল ৵০।

কলিকাতা, পটলডাঙ্গা, ৫ সংখ্যা কলেজ ষ্ট্রিট, মেসার্স, কে, এম, মুখোপাধ্যায় এণ্ড কোম্পানির ও প্রধান প্রধান সকল পুস্তকালয়েই প্রাপ্তব্য।

নাটককার উমেশ চন্দ্র প্রণীত।

'মহারাষ্ট্র কলঙ্ক'

(আরঙ্গ জীবের সাময়িক ইতিহাস মুলক দৃশ্য কাব্য)

মুল্য ॥৵০ আনা।

সাধারণী, বেঙ্গল মেগাজীন, ভারত সংস্কারক ও এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধ২ কাগজে ইহার প্রশংসা পরিপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে।

ঢাকার বান্ধব কার্য্যালয়, কলিকাতার কেনীং লাইব্রেরী এবং হিন্দু হোষ্টেলে বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায়।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।